বিদ্যাদারিদ্রদলনী

পঞ্চমীতে যেই দ্রব্য না করে ভক্ষণ।
তার আদ্য বর্ণ অগ্রে করিয়া গ্রহণ।
কর্কট মিথুন রাশে হয় যেই নাম।
রচিয়িত্রী সেই দেবী কালীঘাট ধাম॥

পুস্তক সাধারণের পঠনীয় হইলেই শ্রম সফল
এবং এই প্রণালীর আর কয়েক খানী
গ্রন্থ প্রচারের উৎসাহ বৃদ্ধি
হইবে।

কলিকাতা।

ভাস্কর যন্ত্রে মুদ্রিত।

শক ১৭৮৩। ১২ আশ্বিন।

নির্ঘণ্ট পত্র।

প্রকরণ।	পত্রাঙ্ক।
অথ সরস্বতী বন্দনা।	১
অথ নিরঞ্জন বন্দনা।	৪
অথ গুণিগণ নিকট গ্রন্থকারির ক্ষমা প্রার্থনা।	৫
অথ গ্রন্থকারকের পরিচয় এবং দুর্জ্জনের স্তুতি।	৭
অথ গ্রন্থারম্ভ।	১০
অথ বালক মূর্খের দৃষ্টান্তে ইতিহাস।	১৩
অথ দ্বিজ বনিতার উক্তি।	১৮
অথ নারী কর্ত্তৃক গর্ব্ব বর্ণনা।	২০
অথ কুপুত্রের বৃত্তান্ত।	২৩
অথ দ্বিজসুতের অদ্ভুত দর্শন।	২৫
অথ প্রথম সূত্রধারির কথা এবং ঐ কর্ত্তৃক দ্বিতীয় সূত্রধারির পরিচয়।	২৮
অথ দ্বিতীয় সূত্রধারির কথা।	৩০
অথ বণিক জবন বৃত্তান্ত।	৩২
অথ যুব রাজের অত্যাচার এবং রাজ্য ছাড়া।	৪১
অথ অলস যুবা পক্ষে ইতিহাস আরম্ভ।	৪৩
অথ যুবা মূর্খের ইতিহাস।	৪৬
অথ মূর্খ যুবার গঞ্জনা।	৪৯
অথ মূর্খ দ্বিজের রাজস্থানে গমন।	৫০

প্রকরণ। পত্রাঙ্ক।

প্রকরণ।	পত্রাঙ্ক।
অথ রাজ সভা বর্ণন।	৫৩
অথ বৃদ্ধ দ্বিজের সহ রাজার কথোপকথন।	৫৫
অথ রাজার কবিতা শ্রবণান্তর রাণীর নিকট গমন।	৫৬
অথ মহারাজ রাণীর মানভঞ্জনান্তর দ্বিজদ্বয়কে সন্তুষ্ট করেন।	৬১
অথ দ্বিজপত্নীর খেদ।	৬৬
অথ দুষ্টমতিগণে দ্বিজপত্নীর কথা।	৬৯
অথ দ্বিজনারীর মরণোদ্যোগ এবং প্রতিবাসি প্রমুখাৎ পতির সংবাদ প্রাপ্তি।	৭১
অথ দ্বিজনারীর সহ রাজ প্রেরিতগণের কথা।	৭৩
অথ বসন্ত বর্ণন।	৭৫
অথ বিরহ বর্ণন।	৭৮
অথ ধর্ম্ম মাহাত্ম্য॥	৮১
গ্রন্থ সমাপ্তঃ।	৮৪

সরস্বতী বন্দনা।

পয়ার।

নমস্তে শারদে মাতা বাক্য বিধায়িনী॥
শ্বেত সরোরুহোপরে চরণ দুখানী॥
শ্বেত শতদলে পাদপদ্ম শ্বেতময়।
মধ্যাহ্ন তপন যেন হেন মনে লয়॥
যুগল অরুণ যেন, পদ্মেতে মিলন।
পদ্মিনী বান্ধব পদ্মে যেন সুশোভন॥
অলক্ত জিনিয়া পদতল শোভা হেরি।
কুমুদ বান্ধব কুমুদিনী মনে করি॥
ভানুর নিকটে হেরি আপন নারীরে।
তাই বুঝি সুধাকর পড়েছে নখরে॥
পাপ ধ্বংসে পুণ্যের শরীর বৃদ্ধি পায়।
সর্ব্বত্রেতে এই কথা পুরাণ প্রমাণ॥
শশাঙ্কের তব পদস্পর্শে পাপ গেল।
তাই বুঝি দশগুণে বৃদ্ধি সে পাইল॥
কলঙ্ক সহিত শশি গগণে যখন।
নিষ্কলঙ্ক শশি হৈল পাইয়া চরণ।
কুমুদ বান্ধব সহ ভানু কমলিনী।

[illegible]
[illegible] ভ্রমর চকোর দৌড়ে যায় ।
[illegible]সুধা পদ্মমধু আনন্দেতে খায় ॥
[illegible]মের জীবন অম্বু অম্বরের প্রায় ।
অম্বু বিম্বু নক্ষত্র সমান শোভে তায় ॥
মৃণাল পদ্মের পত্রে নিবিড় নীরদ ।
ভাবিলে ভাবক ভাবে হয় গদ২ ॥
কিন্তু সেই সরোবর নাহি পৃথিবীতে ।
কলেবর মধ্যেতে আছয়ে মানসেতে ॥
জ্ঞানচন্দ্র বোধাদিতো হইয়া মিলন ।
মুক্তি আশে যুক্তি করি ধরেছে চরণ ॥
তব পাদপদ্মেতে নির্ব্বাণ মধু আসে ।
মনোমত্ত অলি ভ্রমিতেছে চারিপাশে ॥
নয়ন চকোর মুগ্ধ সুধার কারণ ।
মুদ্রিত ভাবেতে ভাবে ওরাঙ্গা চরণ ॥
শিব চর্ম্ম মেঘ আচ্ছাদিত কলেবর ।
কেহ নাহি জানে কিবা ইহার ভিতর ॥
অন্ধের সমান হয়ে ভক্তি দীপ লয়ে ।
ভাবনা করয়ে যদি আপন হৃদয়ে ॥
তবে কিসে ভবপাশে থাকে গো মা আর ।
পুনঃ কহি দয়াময়ি যে ইচ্ছা তোমার ॥
মতি দাত্রী বুদ্ধিরূপা তুমি সর্ব্ব ঘটে ।
আপদ বিপদ তব কৃপা বিনা ঘটে ॥

দেবাদি কিন্নর যক্ষ রক্ষ কিবা নর।
মুনি ঋষি আদি করি সিদ্ধ বিদ্যাধর॥
ভূচর খেচর যত চরাচরে আছে।
মতি রূপ সূক্ষ্ম কলে সবে ফিরিতেছে॥
দিয়াছ যারে সুমতি সে আছে সুপথে।
ধর্ম্ম আশে ধর্ম্ম কর্ম্ম করে নানামতে॥
পুনঃ২ তাহাতে সম্পাদ হইতেছে।
ইহকাল পরকাল হেলায় তরিছে॥
যাহারে করেছ তব ভাবের ভাবক।
পাতক পতঙ্গ পোড়াইতে সে পাবক॥
করিয়াছ প্রদান যাহারে মন্দ মতি।
তাহার আমার মত হইছে দুর্গতি॥
মরিলাম ভাবিয়া মা দুর্ম্মতি লইয়া।
এ মানব জন্ম বৃথা যাইল বহিয়া॥
আহা কবে মোরে দিবে তত্ত্ব রূপ জ্ঞান।
দুরাশা পিচাসি হতে কবে পাব ত্রাণ॥
পাদপদ্মে মনোভৃঙ্গ কবে মা মজিবে।
এ ভব যন্ত্রণা দুঃখ কবে বা ঘুচিবে॥
এ কান্ত বাসনা করি বাসনা না থাকে।
তথাচ আসিয়া মরি বাসনার পাকে॥

[illegible]

ত্রিপদী।

নমো নমো নমো নিত্য, তুমি হে কেবল সত্য,
অন্যান্য অনিত্য সব হয়।
স্বরূপ তুমি যথার্থ, তোমা ভিন্ন সুপদার্থ,
জগতে কে আছে জগন্ময়॥
তব রূপ বর্ণিবারে, বিরিঞ্চি বাসব নারে,
শক্তির শক্তিতে নাহি হয়।
আমিতো সামান্য শক্তি, বিশেষে বিহীন ভক্তি,
মম উক্তি যুক্তিসিদ্ধ নয়॥
যেরূপে তুলনা দিতে, বস্তু নাই পৃথিবীতে,
শব্দ স্পর্শ দৃষ্টি গম্য নয়।
সেই অপরূপ রূপে, বর্ণিব আমি কিরূপে,
ভব ভেবে পরাভব হয়॥
স্থূল সূক্ষ্ম কি সাকার, নিরাকার কি আকার,
কি প্রকার কি প্রকারে জানি।
ব্যক্তাব্যক্ত তবরূপ, নির্গুণ গুণ স্বরূপ,
আপনার তুলনা আপনি॥
তুমি হে জগদাধার, তুমি সকলের সার,
তোমা হৈতে উৎপত্তি সকল।
উদ্ভিজ্জ অণ্ডজ আদি, জরায়ুজ স্বেদজাদি,
নিশি দিবা সম্পাদ বিকল॥

তুমি সর্ব্ব [illegible], তুমি [illegible] প্রাণ,
আত্মা রূপী তুমি নিরঞ্জন।
তুমি তন্ত্র তুমি বেদ, পুরুষ প্রকৃতি ভেদ,
তোমা ছাড়া নাহি কোন জন॥

গুণিগণের নিকট গ্রন্থকারের ক্ষমা প্রার্থনা।

পয়ার।

গুণিগণ সন্নিধানে করি নিবেদন।
অশুদ্ধ যে দোষ আছে করিবা মার্জ্জন॥
মার্জ্জনা প্রার্থনা করা বাহুল্য আমার।
দোষ ত্যজি গুণ লন গুণিব্যবহার॥
অত্যন্ত সরল হয় গুণি গণ মন।
সরল যাঁহার মন তিনি সাধু জন॥
অতএব সাধুগণ শিবের সমান।
বিভূতি শ্রীখণ্ড শিবে সমতুল্য জ্ঞান॥
ভস্মের উপরে শিব নহেন অতোষ।
গুণিগণে সেইরূপ ক্ষমা দেন দোষ॥
দোষের মার্জ্জনা আছে গুণিগণ কাছে।
একারণ আমার মনে সুসাহস আছে॥
লবণ সমুদ্র বারি বিষ তুল্য মানি।

[illegible]
[illegible] কাছেতে যদ্যপি দোষ রয়।
[illegible] দূরে গিয়া তার গুণ প্রাপ্তি হয়॥
যদ্যপিও এ পুস্তক শুনিতে কুৎসিত।
তথাপি গুণির গুণে হবে সুললিত॥
স্পর্শমণি স্পর্শে যেন লৌহ হয় সোণা।
অনলেতে অঙ্গারের মালিন্য থাকে না॥
যেরূপ গুরু দর্শনে নিষ্পাপ শরীর।
যাদৃশ অরুণোদয়ে বিনাশে তিমির॥
নক্ষত্র স্বাতীর বারি গুণির লোচন।
এই দুই সমতুল্য নীতিজ্ঞ বচন॥
নিতান্ত অসার বংশ স্বাতীর জীবনে।
বংশের লোচন হয়ে ধংসে রোগ গণে॥
সেই রূপ এ পুস্তক যদিচ অসার।
তথাচ সাধু দর্শনে হইবে সসার॥
পশু মধ্যে মার্জ্জার বিহঙ্গ মধ্যে কাক।
পুর্ণিমার শশি কাছে যেমন জোনাক॥
নদীয়ার বিজ্ঞ কাছে দৈবজ্ঞ যেমন।
সকল পুস্তক মধ্যে এগ্রন্থ তেমন॥
যদি মম এ পুস্তক পুর্ব্ব পুণ্য ফলে।
কোন ক্রমে পড়ে গিয়া গুণি করতলে॥
তবে এর দোষাশুদ্ধ সব যাবে দূরে।

নূতন [illegible] ॥
মূর্খের রচনা বলি করনা হেলন।
যদ্যপি করেন গুণি লোকেরা গ্রহণ ॥
এ দেহ সার্থক হবে সার্থক জনম।
শিক্ষা দানে গুরুর সার্থক পরিশ্রম ॥
জনক জননী মম পক্ষে যত ব্যয় ॥
করিয়াছিলেন তাহা সুসার্থক হয় ॥

অথ গ্রন্থকারের পরিচয় এবং দুর্জ্জনের স্তুতি।

লঘু ত্রিপদী।

শুন সর্ব্ব জন, করি নিবেদন,
গ্রাহ্যযোগ্য পুথি নয়।
কেন মিছা বসে, মন ভেবে শেষে,
রচিতে প্রবৃত্ত হয় ॥
কিন্তু বিজ্ঞ নয়, বয়স বিদ্যায়,
অতি অল্প বুদ্ধি মোর।
কালের স্বভাবে, পুনঃ মন ভাবে,
রচিতে পাইল ভর ॥
কিন্তু ইচ্ছা তায়, না করিয়া ভয়,
মতের অমত হয়ে।
রচিতে সত্বর, হলো অতঃপর,
মতিকে সহিতে লয়ে ॥

[illegible]

আর নাহি এতদিন ।

ইচ্ছাতে মতিতে, লাগিল রচিতে,

ইহাতে ক্রব্ধ হইল ॥

মন প্রাণ যোগে, যদি বসে যোগে,

তাতে ইষ্ট সিদ্ধি হয় ।

মন প্রাণ যোগে, যদি থাকে ভোগে,

তথাপি তাত্তঃথ নয় ॥

রচিল যে জন, শুন সেই জন,

জন পদ গণ্য নয় ।

অতি অল্প মতি, মুর্খ বলে খ্যাতি,

এই ভূমণ্ডলে হয় ॥

যদি বিজ্ঞ হত, সে কি এ রচিত,

রচিত্ত রচনা সার ।

অনিত্ত রচন, করিতে ক্ষেপণ,

হইল কাল আমার ॥

শ্লোক ।

আপাদ পাদ সংযুক্তং নিঃশব্দশব্দ মুচ্যতে ।

শ্বেত কৃষ্ণ মক্ষিকাপ্য বক্রগামি ক্ষণানিচঃ ॥

অস্যার্থ পয়ার ।

এই কবিতার অর্থ চারি রূপ হয় ।

[illegible]
প্রথমেতে বর্ণ আর দ্বিতীয়েতে নীর ।
তৃতীয়েতে মেঘ কবি করিলেন স্থির ॥
চতুর্থেতে কালিদাস করেন যে অর্থ ।
পুস্তককারের পক্ষে জানিবে যথার্থ ॥
পরে দৃষ্ট কর্য়ে পাবে নামের নিশান ।
কিন্তু সভয়েতে সকম্পিত মন প্রাণ ॥
যদি এ পুস্তক পড়ে দুর্জ্জনের করে ।
কত নিন্দা করিবে আমারে দোষ ধর্য়ে ॥
কিম্বা রচিয়াছি বলে করিবে অখ্যাতি ।
ভয় হয় পাছে কেহ কয় হেয় জাতি ॥
শুদ্ধ ছাপিলাম আমি রচেছি বলিয়া ।
কিন্তু সভয়েতে প্রাণ উঠিছে কাঁপিয়া ॥
ত্রিভুবনে যে খানেতে যে দুর্জ্জন আছে ।
গলবস্ত্র কৃতাঞ্জলি তাঁহাদের কাছে ॥
সহস্র প্রণাম মোর দুর্জ্জনের পায় ।
ক্ষমিবে আমার দোষ করুণা দ্বারায় ॥
এসব সারিয়া পরে গ্রন্থারম্ভ করি ।
যত গ্রন্থকার পদ মস্তকেতে ধরি ॥
পুস্তক কারিকা যত আছ এ সংসারে ।
সকলের পদ ধূলি রাখিলাম শিরে ॥

অথ গ্রন্থারম্ভ।

ত্রিপদী।

শুনং সর্ব্ব জন, শ্রমে ত্রুটি কদাচন,
করিও না যদি সুখে রবে।
পরিশ্রম বিনা আর, উপার্জ্জন হয়াতার,
উপার্জ্জনে ধন হয় তবে॥
ধনেতে বিভব হয়, বিভবেতে সুখে রয়,
মান্য হয় এ মহীমণ্ডলে।
দারাপুত্র পরিবার, সকলে বাধ্য তাহার,
এ সংসার ফেরে তার বলে॥
কি বৃদ্ধ বালক যুবা, সকলে শ্রমের সেবা,
কর নর নারী আছ যত।
অলসে হয়ে অবশ, কেন লবে অপযশ,
কুযশ ঘুষিবে এ জগত॥
নাহি হবে উপার্জ্জন, দেখিতে নাপাবে ধন,
অলসে দারিদ্র লাভ হবে।
দারা পুত্র পরিবার, করিবেক তিরস্কার,
হাহাকার দুঃখে প্রাণ যাবে॥

তাই বলি [illegible]
নাহি এই জগত মণ্ডলে ।
ক্রমেতে দুঃখবিনাশ, ক্রমেতে সুখপ্রকাশ,
লোক ধর্ম্ম ভাবতেই বলে ।

পয়ার ।

প্রথম সময় হয় শৈশব সময় ।
বিদ্যা পক্ষে শ্রম কর গিয়া বিদ্যালয় ॥
মহাধন বিদ্যারত্ন লব্ধ হবে তাতে ।
সুযশ সুখ্যাতি লব্ধ হবে এ জগতে ॥
বিদ্যা ধন যেজন রেখেছে দেহাগারে ।
দুষ্কর তস্কর তার কি করিতে পারে ॥
দস্যুগণে কামী হয়ে করিতে অর্জ্জন ।
বিদ্বানের ধন যদি করয়ে হরণ ॥
পুনশ্চ সে ধনবান হয় চারিগুণে ।
অতএব বিদ্যা শিক্ষা কর শিশুগণে ॥
বিদ্যা রত্ন মহাধন দানে নাহি হ্রাস ।
বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা আর যশের প্রকাশ ॥
মাতা পিতা শিক্ষকাদি সবে তুষ্ট থাকে ।
বিদ্যা পক্ষে পরিশ্রম করে যে বালকে ॥
অত্যুত্তম পরিধান বস্ত্র তাকে দেয় ।
ভাল পাদুকায় পদ সুশোভিত হয় ॥

উত্তম [illegible]
[illegible] জননী তার যতন করিয়া।
বিদ্যালয় হতে শিশু আসিবার কালে।
আগু হয়ে মাতা যান এসোং বলে।
কোলে লয়ে মুখ চাঁদে চুম্বন করিয়া।
আহার সামগ্রী আনি দেন খাওয়াইয়া।
তার পরে পিতা তারে লইয়া বাহিরে।
শিক্ষার পরীক্ষা লন পুলকিতান্তরে।
সকলের প্রিয় হয় সর্ব্বত্রে আদর।
বিদ্যা শিক্ষা শ্রমে শিশু হওরে সত্বর।
যে শিশু আলস্য করে শুন তার দশা।
চালভাজা খেতে পায় রান্নাঘরে বাসা।
বিদ্যালয় দূরে থাক যাইতে সদরে।
ভয়েতে লুকায় গিয়া ঘরের ভিতরে।
চড়টা ঠোনাটা তারে সকলেতে মারে।
মূর্খ ছোঁড়া বলে কত তিরস্কার করে।
হবি মূর্খ বলীবর্দ্দ সুধু খাবে বসে।
ভাবনা যে খাবার উপায় হবে কিসে।
বাপের নিকট যেতে সাহস না হয়।
ঘরে মারে ভগ্নী কাছে গালাগালি খায়।
লজ্জেং বিদ্যালয় হয় তার যেতে।
সেখানে শিক্ষক সোজা করে দেন বেতে।

ঘরেতে লেগেছে বলে যদি কেঁদে আসে।
খুব হইয়াছে বলি মাতা পিতা হাসে॥
অধম বসন তারা পরিবারে পায়।
সুধুপায় থাকে নিত্য পাদুকা না পায়॥
বসন ভূষণ পরি যদি কেহ হাঁটে।
দেখিলে তখন মনে কত দুঃখ উঠে॥
তাই বলি শিশুগণ সুশিক্ষিত হও।
বিদ্যারত্ন মহাধন যত্ন করি লও॥

অথ বালক মুর্খের দৃষ্টান্ত ইতিহাস।

পয়ার।

মূর্খ তুল্য দুঃখ আর ত্রিভুবনে নাই।
তাহার প্রমাণ শুন ইতিহাসে কই॥
শুন২ শিশুগণ শুন দিয়া মন।
পুরাকালে হরি নামে ছিলেন ব্রাহ্মণ॥
ক্রমে তাঁর হয়ে ছিল তিনটি সন্তান।
জ্যেষ্ঠপুত্র হয়ে ছিল অতি বিদ্যাবান॥
মধ্যম মধ্যম রূপে বিদ্যা অভ্যাসিল।
কনিষ্ঠের কষ্ট বোধ বিদ্যায় হইল॥
প্রত্যূষেতে বিদ্যালয় যাইবার ভয়ে।
ছিপলয়ে জলাসয়ে যাইত পলায়ে॥

আহার সময় হলে ঘরেতে আসিত।
বিদ্যাজন্য পিতা তারে প্রহার করিত ॥
পরে সেই দ্বিজ সুত দিবসে না আসে।
রজনী উদিত পরে আসিত সে বাসে ॥
দিবসেতে মৎস্য মারি অগ্নিতে পুড়িয়ে।
খাইত দ্বিজের সুত উদর পূরিয়ে ॥
নিশীথ সময় হলে সকলে ঘুমালে।
আসিত দ্বিজের সুত অন্ন দেমা বলে ॥
দেমা অন্ন অঙ্গ জলে জঠর জ্বালায়।
দিবসে উপসে থেকে মরি মা ক্ষুধায় ॥
কোথায় জননি আছ অন্ন দেও আসি।
এ চারি প্রহর দিবা আছি উপবাসী ॥
জননী পুত্রের স্নেহ এড়াইতে নারে।
অন্ন দিয়া বুঝাইত বিবিধ প্রকারে ॥
দিবসে উপসে কেন থাক বাছা ধন।
আমি হেথা দুঃখে করি দিবস যাপন ॥
কেন বিদ্যা শিখিলেনা হতভাগ্য সুত।
তার জন্য তিরস্কার আমি খাই কত ॥
এখন সুবুদ্ধি ধর কুবুদ্ধি ত্যজিয়ে।
ঘরেতে সর্ব্বদা থাক বিদ্যা অভ্যাসিয়ে ॥
মূর্খের যে দোষ বল তাহা যাবে কোথা।
ক্রোধিত হইল পুত্র শুনি মাতৃ কথা ॥

মূর্খের পক্ষেতে হিত বিপরীত হয়।
উত্তর করিছে তবে মাতার কথায়॥
কি ক্ষতি করেছি তব মাতা ঠাকুরাণী।
কি হেতু কহিছ এত তিরস্কার বাণী॥
অন্ন আসি দিতে হয় উঠি শয্যা হতে।
এই জন্য তিরস্কার কর বিধিমতে॥
অদ্যাবধি তব হস্তে অন্ন না খাইব।
গহন কানন মধ্যে প্রবেশ করিব॥
অবশ্য শার্দ্দূল সিংহ মারিবে আমায়।
একারণ তব কাছে নিলাম বিদায়॥
সুপণ্ডিত পুত্র লয়ে সুখে থাক তুমি।
বিদায় হলাম মাগো মূর্খ পুত্র আমি॥
শুনিয়া জননি কয় কি কব তোমায়।
নেহাত কপালে দুঃখ কে খণ্ডাবে আর॥
মূর্খ পুত্র থাকা হতে না থাকা মঙ্গল।
মূর্খপুত্র হয়া হতে না হয়া কুশল॥
মরিলে কাঁন্দিতে হবে বারেক আমায়।
ভাবিব যে চুকে গেল এই এক দায়॥
বাঁচিলে অনেক দায় ভুগিতে হইবে।
চুরী আদি করি কত আপদে ঘেরিবে॥
কুবংশ হওয়া হতে বংশ লোপ ভাল।
তোমার মরণ ভয়ে কে ডরাবে বল॥

মূর্খের দুঃখেতে দুঃখ না হয় কিঞ্চিৎ।
বিশেষ কমলা তারে সর্ব্বদা বঞ্চিত॥
তোমার সুখের জন্য কহিনু তোমারে।
কাতর হইনু কি না অন্ন দিতে তোরে॥
তোমার যে রূপ বোধ সেইরূপ হবে।
তোমার দৃষ্ট ভোগ তুমি সে ভুগিবে॥
মূর্খের স্বভাব হয় একেত গোঁয়ার।
তাহাতে ক্রোধিত আরো হইল কুমার॥
জননীর কেশে ধরি ইতর ভাষায়।
গালাগালি দিল কত কহনে না যায়॥
বাপান্ত প্রভৃতি আর যাহা মুখে এল।
কিল চড় আদি কত প্রহার করিল॥
ধুমধাম শুনিয়া উঠিল তার পিতে।
বাপের পাইয়া সাড়া পলায় ত্বরিতে॥
মার খেয়ে মাতা তার কান্দয়ে গুমুরে।
জানিতে পারিলে পতি পাছে পুত্রে মারে॥
অনন্তর পতি তার নিকটে আইল।
কি হেতু এ গণ্ডগোল রোষে জিজ্ঞাসিল॥
বুঝি সেই পাষণ্ডটা এসে ছিল খেতে।
তাই বুঝি উঠে এসে ছিলে অন্ন দিতে॥
তুমিতো তাহার মাথা বিধিমতে খেলে।
লজ্জা নাই তোমারে মাথার দিব্য দিলে॥

জানে মনে খেতে পাব ভাবনা কি তার।
তবে বিদ্যামন কেন হবে বল আর॥
হাতে ভাতে দুই পক্ষে মারিলে তাহায়।
তবে যদি বিদ্যা শিখে গিয়া বিদ্যালয়॥
এই ভেবে আমি তাকে খেতে দিতে মানা
করি তা আমার কথা শুনেও শুননা॥
কেমন স্ত্রীলোক তব রীতি যাবে কোথা।
অতএব উঠে এস আর কেন হেথা॥
খায়ায়ে ধোয়ায়ে তারে মুছাইয়ে দেছ।
আর কেন হেথা তবে বসিয়া রয়েছ॥
তবে সতী পতি বাক্যে উঠেন সত্বর।
গোপনে নয়ন বারি করেন অন্তর॥
তবু কি সে গোপন গোপনে আর থাকে।
প্রকাশ পাইল স্বামি চক্ষু মুখ দেখে॥
কেনরে কি হেতু তোর চক্ষে হেরি জল।
কিহেতু কান্দিছ আগে সত্য করি বল॥
বুঝি সেই পাপাত্মাটা কুপিত হইয়ে।
প্রহার করেছে তোরে গালি মন্দ দিয়ে॥
তার জন্য এত বুঝি হতে ছিল সোর।
ঘুমের ঘোরেতে অত না হয় ঠাহোর॥
আমি বলি চোর বুঝি ঢুকিয়াছে ঘরে।
কিম্বা ভয় পাইয়াছ যাইয়া বাহিরে॥

আগে যদি জানিতাম ইহার সন্ধান।
পাদুকা প্রহারে তার বধিতাম প্রাণ॥
এবে কোথা গেল সে আমারে বল শুনি।
মাসাবধি হবে তারে চক্ষেতে দেখিনী॥

অথ দ্বিজবণিতার উক্তি।

ত্রিপদী।

শুনিয়া রমণী তার, কাঁন্দি কহে কেন আর,
বাক্যবাণে কর জ্বালাতন।
আমার যত যন্ত্রণা, তুমি কি জান বলনা,
শুধু তব মুখের বচন॥
জননীর দুঃখ যত, পিতাতে কি জানে তত,
পিতা শুধু পিতা মাত্র হন।
সাজান মুছান ছেলে, সম্মুখে দেখিতে পেলে,
বারেক কোলেতে যদি লন॥
সন্তান কান্দিলে পরে, বলে নেড়ে লও দূরে,
ত্যক্ত হই কান্নাতে উহার।
সভয়ে প্রসূতি তার, কোলেতে লয়ে কুমার,
তথা হতে হন স্থানান্তর॥

আর কই শুনহ, তোমাদের কত গুণ,
যদবধি সন্তান না হয়।
তদবধি এক শয্যা, প্রিয়তমে প্রিয় ভার্য্যা,
পুত্র হলে পৃথক শয্যায়॥
সুতিকা গারেতে যান, দেখিবারে সে সন্তান,
স্বর্ণ হস্তে দিয়া হস্তে ধন।
নাসাগ্রে দিয়া বসন, সুশীঘ্র করে গমন,
ঘৃণা হয় গন্ধেতে তখন॥
শিশু যদি বাহ্যে করে, পিতা যদি তাহা হেরে,
মুখের ভঙ্গিমা করে কয়।
উঁ হুঁহ গন্ধে মরি, মুক্ত কর শীঘ্র করি,
বিষ্ঠা গন্ধে তিষ্ঠান না যায়॥
ফুঁক দিয়ে গালভরা, তোমাদের সেই ধারা,
পুত্র স্নেহ কি জান তোমরা।
বিজ্ঞ হলে প্রিয়বর, মুর্খ হলে ত্যাগ কর,
না হলে দ্বিতীয় কর দারা॥
পুত্রের কারণে নারি, কত দুখে মরে মরি,
ভেবে যদি দেখ দুঃখ চয়।
ষোড়শী উত্তীর্ণা হলে, যদ্যাপি না হয় ছেলে,
খেদানলে সদা প্রাণ দয়॥
আর সভয়ে সর্ব্বদা, সকম্পিত হয় সদা,
পতি প্রেমে পাছে বিঘ্ন ঘটে।

আমার পুত্র হল না, পাছে সপত্নী যন্ত্রণা,
ভোগ হয় আমার ললাটে ॥
পুত্র জন্য সুকাতর, সদা রমণী অন্তর,
পুরুষে কি ধারে তার ধার।
সন্তান হইবে বলে, যদি কেহ বিষ্ঠা দিলে,
অনায়াসে করয়ে আহার ॥
ষষ্ঠী সংক্রান্তি যত, করে কত নানা মত,
কোন মতে হইবে কুমার।
আর কহি সবিশেষ, শেষেতে কতই ক্লেশ,
যদি হল গর্ব্ভের সঞ্চার ॥

———

অথ নারী কর্ত্তৃক গর্ব্ভ বর্ণনা।

পয়ার।

কলল নামেতে গর্ব্ভ জানা নাহি যায়।
জরা উজা পরেতে বুদ২ যাকে কয় ॥
সেই গর্ব্ভে কষ্ট করি ক্রমে প্রবেশিল।
ঘূর্ণায়মান প্রাণ কাঁপিতে লাগিল ॥
দেহের ঠিকানা নাই উঠিতে অচল।
সর্ব্বদা বমন চিত্ত মুখে উঠে জল ॥

ক্রমে মাংসপেশী গর্ব্ভ হইলে প্রকাশ।
রুচিতে অরুচি হল আহারে হতাশ॥
একে নেসা খোর মত শরীর বিশেষ।
আহার নাহিক তাহে ভাবহ কি ক্লেশ॥
পরিজন যতনে যদিও কিছু খায়।
তখনি বমন তাহা তল নাহি পায়॥
অঙ্কুর নামক গর্ব্ভ হইল যখন।
অত্যন্ত অলস আসি দিল দরশন॥
দ্বিতীয় মাসেতে এরা হইল প্রবল।
ঘৃণা অরুচি আদিতে অবশ অচল॥
তৃতীয়েতে কি বল অম্বলে মাত্র রুচি।
তাহাতেই জীবন ধারণ করে বাঁচি॥
চতুর্থেতে চতুর্দ্দোলে যেমন দোলায়।
টলমল শরীর সর্ব্বদা ভয় পায়॥
পঞ্চ মাসে পঞ্চামৃত খাওায় যখন।
কিঞ্চিৎ রুচির সঙ্গে হয় দরশন॥
পীনস্তন নম্রভাবে ভেলা ডেলা ধরে।
ভাসিতেং তাসে নীর দেয় ক্ষীরে॥
তদবধি স্তন দুগ্ধে সুপ্লাবিত অঙ্গ।
পতি শয্যা পরিত্যাগ পতি সঙ্গভঙ্গ॥
ছয় মাস গর্ব্ভ গর্ব্ভ আরম্ভ নড়িতে।
যখন আঁটিয়া ধরে উদর মধ্যেতে॥

তখন যে কি যাতনা কি কব তোমায়।
হাঁটিতেং পদ বাড়ান না যায়॥
সপ্ত মাসে সপ্ততাল ভেদ যেন করে।
বোধ হয় শিশু যেন লড়িছে উদরে॥
অষ্ট মাসে গর্ব্ভ ক্লেশ হইল যখন।
উদরে চুলকনা আসি দিল দরশন॥
অত্যন্ত চুলকনা সে কি কব তার কথা।
গর্ব্ভ নর্ম্ম ছিঁড়ে যায় হস্ত হয় ব্যথা॥
নব মাসে নব অঙ্গ সকল বাড়িল।
অঙ্গ মধ্যে থাকি অঙ্গ রঙ্গ আরম্ভিল॥
কখন কনই কক্ষে মস্তক বক্ষেতে।
কভু পদ প্রবেশ করয়ে পঞ্জরেতে॥
খেতে শুতে স্বাস্থ্য নাই নিদ্রা নাই রেতে
সদা আই ঢাই প্রাণ কিবল কণ্ঠেতে॥
এই রূপ দশ মাস দিন পূর্ণ হৈল।
প্রসব বেদনা আসি ক্রমে দেখা দিল॥
সে যন্ত্রণা তুলনা কি দিব বল আর।
তুলনার স্থান সেই যত যন্ত্রণার॥
চক্ষু কর্ণ রন্ধ্র হতে অগ্নি যেন ছুটে।
প্রাণ যেন বাহির হইল দমফেটে॥
হৃদি কম্প ঘর্ম্ম গাত্রে অঙ্গ থর থর।
নয়ন হইতে নীর পড়ে দর দর॥

এত যন্ত্রণায় নারী পুত্র প্রসবিল।
ভাব সে সন্তান কত স্নেহের হইল॥
কষ্টে উপার্জ্জিত ধনে যত যত্ন রয়।
পৈতৃক বিষয়ে তত যত্ন নাহি হয়॥
অনায়াসে পিতা দেখে সন্তানের মুখ।
প্রসূতি সন্তানে পায় পেয়ে বহু দুখ॥
সেই দুখ স্মরণ হতেছে মোর মনে।
হায় পুত্র কোথা গেল গহন কাননে॥
দিনান্তে দেখিয়া তবু জুড়াত অন্তর।
আর কি আসিবে গৃহে দেখিব কি আর॥
কি করিব কোথা যাব কি করি এখন।
এখন কি সহা যায় ওসব বচন॥

অথ কুপুত্রের বৃত্তান্ত।

ত্রিপদী।

এইরূপ সকাতরে, কান্দে রামা উচ্চৈস্বরে,
আর দুই সন্তান যে ছিল।
উঠিয়া তারা সত্বরে, আসিয়া মাতৃ গোচরে,
বিধিমতে প্রবোধ করিল॥
পরে কই শুনহ, সেই দ্বিজের নন্দন,
ক্রোধে হয় অন্ধের সমান।
ভাবে এই মনো মধ্যে, প্রবেশিব বন মধ্যে,
দেহে না রাখিব এই প্রাণ॥

ক্রমেতে পোহাল নিশি, অরুণ উদয় আসি,
মধ্যাহ্ন সময় ক্রমে হৈল।
জ্বলিল বাড়বানল, সুর্য্য কিরণ প্রবল,
দ্বিজসুত ভাবিতে লাগিল॥
আহা যদি মৎস্য মারি, আনিতাম সঙ্গে করি,
তবে মম পক্ষে ভাল ছিল।
পথে চলিতে২, বেদনা হোল পদেতে,
বনে যেতে ব্যাঘাত ঘটিল॥
আবার কেমন করে, ঘরেতে যাইব ফিরে,
মনে করি বড় লজ্জা হয়।
তাইকি পারিব যেতে, যে ব্যথা হলো পদেতে,
আসি ক্রোশ নিচে পথ নয়॥
অত্যন্ত রবি কিরণ, তৃষ্ণায় ফাটে জীবন,
জীবন বিহনে রক্ষা নাই।
চারি দিগ নিরীক্ষণ, করো ভাবে অনুক্ষণ,
জলাশয় হেথা কোথা পাই॥
কিম্বা তরু ফল হীন, যদি পাই দরশন,
তবু যাই তাহার তলায়।
দারুন রবি কিরণ, হইতে এই জীবন,
কিছু সুস্থ করিব ছায়ায়॥

রবি তেজঃ তেজো হীন, অবসান হলো দিন,
নিশি আসি ক্রমে দেখা দিল ॥

অথ দ্বিজসুতের অদ্ভুত দর্শন।
পয়ার।

অমাবস্যা সঙ্গে করি আইল সর্ব্বরী।
ঘোরতর অন্ধকার তমোরূপ ধরি ॥
চক্ষু মূলে মুর্খ ছানি দ্বিজসুত দিয়ে।
একেত সে চক্ষু সত্ত্বে আছে অন্ধ হয়ে ॥
তাহে অন্ধকার নিশি আরো অন্ধ হয়।
আর কিছু দ্বিজসুত দেখিতে না পায় ॥
রজনী দেখিয়া হিম হইল বাতাস।
তখন কিঞ্চিৎ হৈল জীবনের আশ ॥
মনে মনে ভাবে তবে দ্বিজের নন্দন।
রজনী পোহাতে যদি থাকে এ জীবন ॥
তবে আর মনো মধ্যে বন না আনিব।
প্রবাস ত্যজিয়া বাসে প্রস্থান করিব ॥
এইরূপ মনে মনে করয়ে ভাবনা।
ইতিমধ্যে দেখ আরো আশ্চর্য্য ঘটনা ॥
একজন এল হাতে করি তম অসি।
পুতিয়া মশাল তথা রহিলেক বসি ॥

ক্ষণেক বিলম্বে এলো আর দুইজন।
ভয়ঙ্কর অস্ত্রধারী দেখিতে ভীষণ॥
পরে একজন এলো নিশাদের প্রায়।
কত বিহঙ্গম সঙ্গে কহনে না যায়॥
সেই সব পক্ষিগণে চারি জন লয়ে।
আহার করয়ে তবে মশালে পোড়ায়ে॥
কাড়াকাড়ি করে যবে আমোদেতে খায়।
ইতিমধ্যে দ্বিজসুতে দেখিবারে পায়॥
ধেয়ে গিয়ে চারিজন ধরিল তাহারে।
মুষ্ট্যাঘাত পদাঘাত প্রহারাদি করে॥
আর বঁলে তোর সঙ্গে আছে কত ধন।
শীঘ্র বল না বলিলে করিব নিধন॥
একথা শুনিয়া পরে দ্বিজপুত্র কয়।
বিদ্যাহীন আমি ধন পাইব কোথায়॥
এই প্রহারের জন্য গৃহ ত্যাগ করি।
অনাহারে এ প্রহার সহিতে না পারি॥
মৎস্য মারিয়া করি দিবস যাপন।
নিশিতে জননী কাছে লুকায়ে ভোজন॥
গত রাত্রে মাতা কত দিলেন গঞ্জনা।
ক্রোধে কহিলাম আর গৃহে আসিবনা॥
মনো মধ্যে ভাবিলাম বন মধ্যে যাব।
মূর্খের গঞ্জনা দুঃখ আর না সহিব॥

একারণে এদুর্গতি হলো আসি হেথা।
আর কেন মার ভাই ধন পাব কোথা॥
দেখহ আমার এক বস্ত্র পরিধান।
সবে ধন আছে মম দেহে মাত্র প্রাণ॥
একথা শুনিয়া তারা উঠিল কান্দিয়া।
কেন মারিলাম বল্যে ধুলাতে লুটিয়া॥
কেহ গিয়া কোলে লয় ব্রাহ্মণ নন্দনে।
কেহ ঘন চুম্ব খায় তাঁহার বদনে॥
কেহ বলে কেন আসি মারিনু ইহায়।
আগে যদি জানিতাম হায় হায় হায়॥
যাহবার হইয়াছে চারা কি এখন।
ভোজন করিগে এসো মোরা পঞ্চজন॥
দ্বিজসুত পক্ষী পোড়া খায় মৌন হয়্যে।
কারণ জানিতে কিন্তু মন কাঁপে ভয়ে॥
খায় আর ইতস্ততঃ চায় দ্বিজসুত।
ভুজনের গলে দেখে যজ্ঞউপবীত॥
একজন কণ্ঠিধারী মধ্যেতে তাহার।
অপর জনের দেখে শুধু দাড়ি সার॥
দেখিয়া দ্বিজসুতের হইল চেতন।
ভাবে হায় জাতিকুল যাইল এখন॥
ভাব দেখে অনুভবে তাহারা বুঝিল।
দ্বিজপুত্র মুখ চাহি কহিতে লাগিল॥

খাইতেং কেন না খাও এখন।
আহার সময় বন্ধ কিসের কারণ ॥
বুঝিলাম মনো মধ্যে করিয়াছ সন্দ।
ভাবিয়াছ আমরা জাতিতে হই মন্দ ॥
অতএব কহি তবে ব্রাহ্মণ নন্দন।
আমাদের পরিচয় শুন দিয়া মন ॥

অথ প্রথম সূত্রধারির কথা এবং ঐ কর্তৃক
দ্বিতীয় সূত্রধারির পরিচয়।
পয়ার।

পশ্চিমে পাটনা নামে সহর যে আছে।
আমাদের জন্মস্থান হয় তার কাছে ॥
বিপ্রকুলে জন্ম লই মোরা দুই জন।
দুইজনে ভিন্ন দেহ একই জীবন ॥
অলস কালেজে হই পরম পণ্ডিত।
দেখিয়া এ পিতা মাতা সর্ব্বদা কুপিত ॥
খাই আর শুয়ে পড়া পড়ার অভ্যাস।
নিদ্রা বিদ্যা অতিশয় হইল প্রকাশ ॥
আহারে প্রহার খাই তবু লজ্জা নাই।
ধুকুড়ে মন্ত্রের গুণে তাহে না ডরাই ॥
এইরূপে কিছুকাল কাল বয়ে যায়।
ঘটক আইল দেখি বিবাহ সময় ॥

বনেদি ঘরের ছেলে নাম ডাক আছে।
কত কন্যা জুটে গেল কব কার কাছে ॥
পিতা অসম্মত হয়্যে করেন প্রকাশ।
কহিলেন কাহার করিব সর্ব্বনাশ ॥
হস্তি মূর্খ কাণ্ডজ্ঞান রহিত সন্তান।
এ পাত্রে বল কে করিবেন কন্যা দান ॥
যদি কারু সঙ্গতি না থাকে খেতে দিতে।
কন্যাকে ফেলিয়া যেন দেন সমুদ্রেতে ॥
তথাপি এমন পাত্রে বিবাহ কন্যার।
কেহ যেন নাহি দেন কহিলাম সার ॥
শুনিয়া এসব কথা ঘটক ফিরিল।
হেরিয়া মনের মধ্যে দুঃখ উপজিল ॥
ভাবিলাম গৃহমধ্যে থাকিবনা আর।
যথারণ্য তথা গৃহ হইল আমার ॥
মনো দুঃখে বনে আসি এমন সময়।
পথিমধ্যে ইহার সহিত দেখা হয় ॥
বদনে রোদন ধারা দেখিয়া ইহার।
কহিলাম কহ ভাই একি সমাচার ॥
শুনিয়া আমার কথা কহে সমুদায়।
শুনিলে উহার কথা ব্যথা পাবে তায় ॥

অথ দ্বিতীয় সুত্রধারির কথা।

পয়ার।

শুন শুন দ্বিজসুত শুন দিয়া মন।
উক্ত দ্বিজপুত্র হেথা এলো যে কারণ॥
কহিল আমারে দেখে কিজন্য রোদন।
উন্মোচন করে দিয়া বুকের বসন॥
দেখিলাম বক্ষঃস্থল মধ্যস্থল উঁচু।
রক্তবর্ণ উর্দ্ধভাগ হয়ো গেছে নিচু॥
দেখিয়া কহিনু কহ একি অকস্মাৎ।
কে করিল এমন নির্ঘাত পদাঘাত॥
কহিল আমারে তবে শুন সেই কথা।
পদাঘাতে কি ব্যথা অন্তরে যত ব্যথা॥
গৃহ চিন্তা বিদ্যাভ্যাস সব ফেলে দূরে।
খাই শুই কেবল বেড়াই গল্প মেরে॥
এক দিন পিতা মোরে ডাকিয়া যতনে।
বুঝাইলা কত শত মধুর বচনে॥
কেন বাছা মিছা মিছি কালক্ষেপ কর।
বিদ্যা যদি নাহি হলো অন্যোপায় ধর॥
বিবাহ হইবে তব অদ্য কিম্বা কাল।
এইরূপে তুমি কি কাটাবে চিরকাল?॥
অত্যন্ত সুন্দরী কন্যা এসেছি দেখিয়া।
আজি কালি মধ্যে যাব দিতে তব বিয়া॥

পরে আমি মরে গেলে খাইবে কি করে।
বসিয়া খাইবে এত ধন নাহি ঘরে ॥
তার পর শুন ভাই বিবাহ ত হলো।
আমোদ প্রমোদ করে কিছু দিন গেল ॥
এক দিন প্রেয়সী নিকটে আসি কয়।
একপাতা মিসি কিনি দেও গুণময় ॥
কহিলাম আমি কি করেছি উপার্জ্জন।
তাই তব মিসি কেনা পড়েছে এখন ॥
স্ত্রীলোকের স্বভাব যাইবে বল কোথা।
আমাকে যে কহিলে কবার নয় কথা ॥
এখনো কি খোকা আছ কহিল আমারে।
বিদ্যা শিক্ষা করিবে কি খোকা কোলে করে ॥
দাড়ি গোঁপ পাকায়ে কি হবে উপার্জ্জন।
বাড়ি ধরি বাড়ী২ করিয়া ভ্রমণ ॥
এখন যেমন আছি ভাসুরের ভাতে।
মুরাদ তো জানা গেল মিসি একপাতে ॥
এইরূপ প্রিয়া যত হাসি২ কয়।
শুনিয়া আমার তত হয় ক্রোধোদয় ॥
অত্যন্ত রাগেতে আমি ধৈর্য্য হারাইয়া।
মারিলাম আহা কত কেশেতে ধরিয়া ॥
পরে শুন ঐ রামা গুমরিয়া কান্দে।
আলু থালু কেশ পাশ আস্তে ব্যস্তে বান্ধে ॥

পাছে কেহ জানে আমি মারিয়াছি তায়।
প্রহার অপেক্ষা সেই ভয় বৃদ্ধি পায়॥
কিন্তু তার সেই যত্ন বিফল হইল।
প্রভাত হইতে নিশি সকলে জানিল॥
অঙ্গমধ্যে প্রহারের চিহ্ন যত ছিল।
তাহারা সবার কাছে প্রকাশ করিল॥
ইহা শুনি বড় ভাই ডাকিয়া আমারে।
বক্ষে পদাঘাত করি দিলা দূর করে॥
জ্ঞান শূন্য হয়ে৷ বনে রয়েছি হেথায়।
ভাবিতেছি কি করিব যাইব কোথায়॥
আমি কহিলাম আর ভেবে কি হইবে।
কপালে লিখন যাহা কেবা খণ্ডাইবে॥
তবু ত বিবাহ সুখ জানিয়াছ তুমি।
সে সুখে বঞ্চিত তোমা হতে দুঃখী আমি॥
এইরূপে উভয়েতে কথোপকথন।
ইতিমধ্যে আইলেন এঁরা দুই জন॥

অথ বণিক জবনের বৃত্তান্ত।

পয়ার।

শুনিলে দ্বিজের সুত নিজ পরিচয়।
এবে কহি ইহাদের বিবরণ চয়॥

চারিটি কুকুর সঙ্গে হাস্য আস্যে ভরা।
আইল উভয়ে যেন ঘোড়ের পায়রা ॥
শুধাইল আমা দোঁহে এই দুই জন।
বিরস বদনে বসে আছ কি কারণ ॥
কাহার তনয় হও নিবাস কোথায়।
শুনিয়া আমরা কহিলাম সমুদায় ॥
শুনিয়া ভরসা খুব আমাদের দিল।
আহারের চিন্তা কিবা সঙ্গে যদি চল ॥
এই বল্যে সঙ্গে লয়ে আমা দোঁহাকারে।
চলিল দুজন এক বিপিন মাঝারে ॥
ইতিমধ্যে অস্ত ভানু আইলা রজনী।
নিশিতে বনেতে খাই হিংসা করে প্রাণী ॥
গান গেয়ে শিশ্ দিয়ে কুকুর ন্যালায়ে।
পশু পক্ষি সব ভক্ষি উদরের দায়ে ॥
একদিন কুকুরেরা বনে নাহি যায়।
যাইতে২ ফিরে আসি ধরে পায় ॥
বিরক্ত আমরা হয়ে করিনু প্রহার।
প্রহারের ভয়ে বনে চলিল আবার ॥
পুনশ্চ গহন ত্যজি আইল ফিরিয়া।
অত্যন্ত হইল ক্রোধ দুষ্টতা দেখিয়া ॥
রাগেতে অত্যন্ত মোরা সকলেতে মারি।
কিন্তু কুকুরেরা ছিল অত্যন্ত শিকারি ॥

এখন তাদের কথা হইলে স্মরণ।
ইচ্ছা হয় জীবনেতে ত্যজিতে জীবন ॥
পরে শুন কুকুরেরা শিকার কারণে।
বনে যায় ফিরে চায় সজল নয়নে ॥
আহা তারা পশু হয়ে বুঝেছিল মনে।
আমরা মনুষ্য হয়ে ছিনু অকারণে ॥
এমন জনম হতে গর্ত্তস্রাব ভাল।
এ হেন উত্তম দেহ বৃথায় যাইল ॥
বিদ্যাহীন বুদ্ধিহীন নাহি বিবেচনা।
পরে শুন যে হইল আশ্চর্য্য ঘটনা ॥
কুকুরেরা বনে গিয়া না এলো ফিরিয়া।
ভাবিত হলেম মোরা বিলম্ব দেখিয়া ॥
অরণ্য মাঝারে যাই কুকুরের তরে।
খুঁজিয়া বেড়াই সবে উদ্বিগ্ন অন্তরে ॥
ভ্রমিতে২ সেই নিবিড় গহনে।
কুকুরের থাবা মাত্র হেরিনু নয়নে ॥
ব্যাঘ্রের পদের চিহ্ন রয়েছে তথায়।
দেখে চারি জনে দুঃখে করি হায় হায় ॥
যেরূপ হইল শোক পশুর কারণে।
পুত্রশোক হেন নয় লয় মোর মনে ॥
কাতর হইয়া কান্দি মোরা চারি জন।
নয়ন নীরেতে অন্ধ হইল নয়ন ॥

ইতিমধ্যে হয় মহাকলরব ধনি।
ধর্২ মার্২ এই মাত্র শুনি॥
শব্দ শুনে স্তব্ধ হয়ে মোরা চারি জন।
বৃক্ষের উপরে গিয়া করি আরোহণ॥
আহা যদি জানিতাম হইবে এমন।
তাহলে কি কুকুরের করি অন্বেষণ॥
তার পরে সেই বন সৈন্যেতে ঘেরিল।
কি জানি কিসের তরে বন অন্বেষিল॥
আমাদের বৃক্ষে হেরে বন অন্বেষিতে।
এই পাইয়াছি বলি ধরিল ত্বরিতে॥
বৃক্ষ হতে নামাইয়া অনেক প্রহার।
করিল অদ্যাপি চিহ্ন আছয়ে তাহার॥
এই দেখ দিই খুলে গাত্রের বসন।
প্রহারের চিহ্ন তবে কর দরশন॥
মাংস চর্ম্ম চিহ্ন নাই অস্থিমাত্র সার।
দেখিলে দ্বিজের সুত কিরূপ প্রহার॥
পরে আমাদের লয়ে সেই সৈন্যগণ।
গহন হইতে সবে করিল গমন॥
কিন্তু পথিমধ্যে মোরা চৈতন্য হারায়ে।
মূর্চ্ছিত হইয়া ছিনু প্রহারের ঘায়ে॥
সুশীতল জল মুখে পড়িল যখন।
কিঞ্চিৎ জ্ঞানের সহ হৈল আলাপন॥

চাহিতে ক্ষমতা নাই কর্ণে মাত্র শুনি।
চারিদিকে হইতেছে রোদনের ধ্বনি॥
কেহ কয় হায় বিধি একি বিড়ম্বনা।
হারা ধন দিলে পুনঃ দিতে কি যাতনা॥
বক্ষঃস্থলে করাঘাত করে কেহ কয়।
যদি নিদারুণ বিধি হলিরে সদয়॥
তবে পুনঃ অসহ্য যন্ত্রণা কেন দিলি।
শোকের উপরে শোকে অধৈর্য্য করিলি॥
কেহ কহে দেহে আর কেনরে জীবন।
কেহ কহে দেরে বিষ করিব ভক্ষণ॥
এইরূপে কান্দিতে২ কেহ কয়।
দেরে মুখে আদারস যদি জ্ঞান হয়॥
যদ্যপি জীবন ধন জীবনেতে থাকে।
জীবন পাইলে ধন দিব দরিদ্রকে॥
ইহা শুনি আদারসে মরিচ গুড়ায়।
চক্ষু কর্ণ রন্ধ্র দিয়া প্রবেশ করায়॥
তাহার জ্বলনে মোরা ছট্ ফট্ করি।
চৈতন্য পাইয়া শেষে বেদনাতে মরি॥
অস্থির পরাণ যেন গেল গেল গেল।
সে যাতনা হইতে মুর্চ্ছায় থাকা ভাল॥
পরে কি ঔষধ আনি মাখাইয়া দিল।
তাহাতে বেদনা কিছু আরাম হইল॥

কিঞ্চিত বিলম্ব পরে মেলিলাম আঁখি।
মনোহরা সুসুন্দরী পুরী এক দেখি ॥
স্বর্গপুরী আসিয়াছি বোধ হলো মনে।
সৈন্যগণ আসিয়াছে ইন্দ্রের ভবনে ॥
চারি দিকে নারীগণ ভিন্ন ভিন্ন রূপ।
সেরূপ দেখিলে তবু লজ্জা পায় ভূপ ॥
তার মাঝে এক রামা পরমা সুন্দরী।
অত্যন্ত কাতরা কিন্তু কান্দয়ে গুমরি ॥
বোধ হলো এরা হবে অপ্সরী কিন্নরী।
ইন্দ্রের মহিষী হবে প্রধানা সুন্দরী ॥
প্রহার যন্ত্রণা সব বিস্মরণ হয়ে।
চাহিয়া রহিনু পুনঃ চৈতন্য বিশয়ে ॥
স্ত্রী জাতি কি জাতি জাতি নাহি চায় যেতে।
সাধে কি সে ঋষ্যশৃঙ্গ এলো অযোধ্যাতে ॥
পরে আমাদের কিছু পানীয় খাওয়ায়।
বাতাস করয়ে কেহ চামর দ্বারায় ॥
দুগ্ধফেন শয্যাতে শোওয়ায়ে চারি জনে।
চারি দাসী রুজু রহে সেবার কারণে ॥
সে সুখ স্মরণ হলে মনে এই হয়।
পৃথিবী বিজয়ে যদি তাহে হই লয় ॥
তার পর আমরা আরাম হলে পরে।
এক জন পুরুষ আইল সেই ঘরে ॥

কহিল অন্দরে আর নাহি প্রয়োজন।
এসো মোর সঙ্গেতে তোমরা চারি জন॥
অতঃ আমরা যাইয়ে নাহি রে।
দেখি সেই প্রধানকে গবাক্ষের দ্বারে॥
হাসি হাসি মুখ খানি আঁখি ছল ছল।
মেঘ দেখি চাতকিনী যেন জল জল॥
দেখি চারি জনে মোরা দেখা দেখি করি।
দেখিতে দেখিতে দেখি এঁরি চক্ষে বারি॥
এঁরি মধ্যে যিনি হন জাতিতে যবন।
তাঁহার কারণ তুমি না কর ভোজন॥
ভাব দেখি ভেবে মরি না পাই কারণ।
জিজ্ঞাসিতে সমুদয় সময় কখন॥
ভাবিত হৃদয়ে তবে কহিনু গমন।
তার পর শুন কহি আশ্চর্য্য কথন॥
বাহিরে যাইয়া সভা করি দরশন।
সে সভার শোভা কিসে করিব বর্ণন॥
তারাগণ বেষ্টিত যেমন শশধর।
দেবগণ বেষ্টিত যেমন পুরন্দর॥
ততোধিক প্রজাবর্গে শোভিছে রাজন।
বিলক্ষণ বিচক্ষণ পাত্র মিত্র গণ॥
জল্লাদ প্রভৃতি যত রাজকর্ম্মকারী।
যোড়হাতে দাঁড়ায়ে আছে সারি সারি॥

সভা মাঝে কত শত অপরাধী জনে।
কত মত সাজা পায় রাজার সদনে॥
কোড়াঘাতে কেহ বা ধুলাও গড়াগড়ি।
কাহার পদেতে দেয় বিশমোন বেড়ী॥
হস্ত পদ বান্ধি কারু বক্ষেতে পাষাণ।
কেহবা জল্লাদ হস্তে হারায় পরাণ॥
দেখিয়া সভয়ে প্রাণ হইল কাতর।
কি জানি কি সাজা পাই রাজার গোচর॥
এরি মধ্যে যাহার দেখহ দাড়ি সার।
এই মনোহর পুর জানিবে তাহার॥
সেই যে প্রধানা হয় ইহার রমণী।
এরি জন্মদাতা হয় ওই নৃপমনি॥
হস বন্দ নামে রাজা সর্ব্বলোক জানি।
দিল্লীর নিকটবর্ত্তি যার রাজধানী॥
হাজার ভূপতি হয় তাবেদার যার।
স্বরূপ জানিবে সেই নৃপের কুমার॥
ভূপতি নন্দন ইনি জানিবে স্বরূপ।
পরে শুন আমাদের যা কহিলা ভূপ॥
জিজ্ঞাসিলা মহীপাল কহ সত্য করি।
কেন তুমি মণিহার করিয়াছ চুরী॥
কোথায় রেখেছ হার সত্য করি কবে।
মিথ্যা যদি কহ যাবে যমালয় তবে॥

একথা শুনিয়া আমি দিলাম উত্তর।
শুন শুন মহারাজ না হই তস্কর॥
পাটনা হইতে আসি মোরা দুই জন।
দৈবে ইহাদের সঙ্গে পথেতে মিলন॥
ইহাদের চারিটী কুক্কুর সঙ্গে ছিল।
দুর্গম বনেতে সে কুকুর হারাইল॥
তাহাদের খুজিতে এলেম ওই বনে।
হেনকালে ধরে আনে তব সৈন্যগণে॥
মণি হার কে লয়েছে কিছু নাহি জানি।
বিচারিয়া যাহা হয় কর নৃপমণি॥
শুনিয়া ভূপতি হৈলা স্নেহের আকর।
কহিলা তোমরা যদি না হও তস্কর॥
তবে এক কর্ম্ম বলি শুন দিয়া মন।
পাত্র মিত্র স্বরূপ তোমরা তিন জন॥
ইরাদিল নামেতে যে পুত্র হয় মম।
অতিশয় ভালবাসি জীবনের সম॥
কেবল কুকর্ম্ম করে প্রজা জাতি খায়।
এই জন্য রাজ্য ছাড়া করেছি তাহায়॥
পুনঃ পুত্র পার আশা নাহি ছিল মনে।
ছিলাম অস্থির দেহে পুত্র অদর্শনে॥
পুত্রশোক পায় যার হয়ে পুত্র নাই॥
সন্তান থাকিতে সন্তানের শোক পাই॥

না হলে সন্তান তবে বংশ লোপ হয়।
বংশ লোপ হয়েছিল থাকিতে তনয়॥
এসো বাবা ইরাদিল বস মোর কোলে।
পুত্র কোলে লয়ে ভাসে নয়নের জলে॥
এখন কুবুদ্ধি ত্যজি বৈস সিংহাসনে।
রাজা হয়ে থাক সদা প্রজার পালনে॥
স্নেহ রূপ সিংহাসনে বসায়ে কুমারে।
অভিষেক করাইলা নয়নের নীরে॥
রাজাজ্ঞায় রাজছত্র শোভে শিরোপরে।
পাত্র মিত্র হয়ে থাকি আমরা গোচরে॥

অথ যুবরাজের অত্যাচার এবং
রাজ্য ছাড়া।

শ্লোক। মূর্খে নিয়োজ্য মাস্বেভু ত্রয়োদোষা মহীপতে। অযশঃ অর্থ নাশশ্চ নরকে গমনং তথা॥

পয়ার।

মূর্খ জনে রাজ্য ভার করিলে অর্পণ।
এই তিন দোষ ভাগী হয়েন রাজন॥
অযশঃ অধর্ম্ম আর অর্থ নাশ হয়।
অবিচার করে মূর্খ রাজারে মজায়॥
যেমন ভূপতি হলো পাত্র মিত্র তাই।
বিচার নামেতে চেরা বুদ্ধি মাত্র নাই॥

তিন দিন মধ্যে হলো রাজ্য ছার খার।
মন্দ বুদ্ধি যুবরাজে বাড়িল আবার॥
রঙ্গ ভাবি ব্যঙ্গ করি প্রজা জাতি খায়।
মধ্যে যেন হয়েছিল গোরাদের প্রায়॥
বারি আশে নারীগণ কুম্ভ কক্ষে লয়ে।
যদ্যপি বাহির হয় চারিদিগ চেয়ে॥
পথিমধ্যে যুবরাজে করি দরশন।
কুম্ভ ফেলি তথনি করয়ে পলায়ন॥
পিছে পিছে ধাই মোরা ধরিতে রমণী।
কুপিত হইলা ভূপ এই কথা শুনি॥
পরে রাজ্যচ্যুত করে্যা দিল যুবরাজে।
পুনশ্চ মূষিক হৈল আপনার কাযে॥
সেই হতে এই রূপ ফিরি স্থানে স্থান।
এই রূপ তুমি তার জানিনে সন্ধান॥
তবে কি তোমারে মারি অন্যের মতন।
এবে এসো একত্রেতে থাকি পঞ্চ জন॥
উদরের দায়ে পশু পক্ষী ধরে খাব।
বস্ত্রের কারণ পথে মনুষ্য ঠেঙ্গাব॥
হায় মা বাপের বাক্য এবে হলো আন।
এই রূপ যাবে দিন যত দিন প্রাণ॥
এর মধ্যে কণ্ঠিধারী দেখহ যাহায়।
নিশ্চয় জানিবা গন্ধবণিক তাহায়॥

অথ অলস যুবাপক্ষে ইতিহাসারম্ভ।

ত্রিপদী।

শুনহ যুবক গণ, অলসে করি বর্জ্জন,
পরিশ্রমে কর মনোযোগ।
উপার্জ্জন কাল ইহা, না করিলে পরে তাহা,
বার্দ্ধক্যে হইবে কষ্টভোগ॥
প্রভাত হইলে সবে, রঙ্গ শিক্ষা ভূমে যাবে,
শিখিবে ব্যায়াম বিদ্যা যত।
দৈবযোগে পথে যেতে, যদি পড় দস্যু হাতে,
তাতে তারা হবে পরাভূত॥
কিম্বা জ্ঞাতি বিসম্বাদে, যদ্যপি সংগ্রাম বাধে,
তাহে ভয় না হয় কিঞ্চিত।
শরীর স্ববশে রয়, ইচ্ছামত কার্য্য হয়,
ব্যায়াম বিদ্যার গুণ কত॥
শুন শুন কই ভবে, কোন নৃপতি বল্লভে,
ব্যায়াম বিদ্যাতে দক্ষ ছিল।
একদিন নৃপ দাসী, ত্রাসিতা হইয়া আসি,
সভা মাঝে কান্দিতে লাগিল॥
জিজ্ঞাসিলা নৃপবর, কেন কান্দ অতঃপর,
কহ দাসী শুনি সে ব্যাপার।
দাসী কয় মহারাজ, কিকব কহিতে লাজ,
দুঃখে করি দাসীত্ব স্বীকার॥

দাসীত্ব স্বীকারী হয়ে, ধর্ম্মপথে মন দিয়ে,
রহিয়াছি তোমার আলয়।
তাহে এক মল্ল আসে, বান্ধিতে অধর্ম্ম পাশে,
আমারে সে অনায়াসে চায়॥
শুনিয়া তাহার বাণী, কহিলেন নৃপমণি,
সাবধান হয়ে থেক তুমি।
সে মল্ল বড় দুর্জ্জয়, সদা তারে করি ভয়,
এত যে ভূপতি হই আমি॥
শুনি দাসী এ বচন, কহিছে করি ক্রন্দন,
ওরে বিধি তোর মনে ছিল।
রহিনু ধর্ম্মে বলিয়া, দুঃখে কাল কাটাইয়া,
এবে ধর্ম্ম নষ্ট হতে গেল॥
কোথা আছরে শমন, এবে দেও দরশন,
ধর্ম্ম রাখ ধার্ম্মিক রাজন।
শুনি পুনঃ রাজা কন, কেন কর জ্বালাতন,
অন্দরেতে করহ গমন॥
দাসী চক্ষের ধারায়, যখন অন্দরে যায়,
তখন বল্লভ তারে ডেকে।
বলে দাসী কেন্দনাক, শয়ন মন্দিরে থাক,
নিশিতে আসিতে বলো তাকে॥
যা হয় পরে বিহিত, করিব তোমার হিত,
না ভাবিহ কিঞ্চিত অন্তরে।

স্বধর্ম্ম পালিনী তুমি, সেধর্ম্ম রাখিব আমি,
তাহাকে পাঠাব যম ঘরে ॥
অনন্তর সেই দাসী, সে রূপ করিল আসি
মল্ল আসি পরে দেখা দিল।
দাসীকে অন্তরে থুয়ে, দাসীর স্বরূপ হয়ে,
বল্লভ সে মল্লেরে বধিল।
শুন কই তদন্তরে, ডরাতেন রাজা যারে,
অক্লেশে বল্লভ তারে মারে।
ব্যায়াম অনুশীলন, করিবেক যেই জন,
হিত তার শীঘ্র হতে পারে ॥
পরিশ্রম করি জলে, সাঁতার দিতে শিখিলে,
দেখ তায় সুখোদয় কত।
হাসিয়া দিয়া সাঁতার, অনায়াসে হবে পার,
জলাশয় আছে যথা যত ॥
আর কত উপকার, যদি হতে পারাপার,
তরণীতে ব্যাঘাত ঘটিল।
তরণী তেজিয়া জলে, পার হলে বাহুবলে,
দেখ তাহে প্রাণ লাভ হল ॥
আর দেখ রত্নাকরে, বারিতে বিহার করে,
বহুমূল্য রতন আনিয়া।
মহা ধনবান হয়, সদা কাল সুখে রয়,
শ্রম কর সুখের লাগিয়া ॥

বিশেষ বিদ্যার জন্য, অলসে হইয়া শূন্য,
পরিশ্রম সর্ব্বদা করিবে।
বিদ্যা জন্য গণ্য হয়, বিদ্যাতেই জ্ঞানোদয়,
ধনবান বিদ্যায় জানিবে॥

অথ যুবা মূর্খের ইতিহাস।

পয়ার।

শ্রম ত্যজি অলস সর্ব্বদা যেবা করে।
তার দুঃখে দুঃখী কেহ নহে ভূভিতরে॥
কহিতে হইল তবে শুন দিয়া মন।
পূর্ব্বকালে ছিল এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ॥
হৃষ্টপুষ্ট অঙ্গ তার দেখিতে সুঠাম।
বিশেষ দরিদ্র বলে সবে তারে বাম॥
ভিক্ষার্থি হইয়া সে যাহার বাড়ী যেত।
নাহি দিয়া ভিক্ষা তারে ফিরাইয়া দিত॥
আর কত উপহাস করিত তাহারে।
ভেক করি ভিক্ষা বেটা মাগ দ্বারে দ্বারে॥
কত পরিশ্রমে ধন করি উপার্জ্জন।
তুমি মনে কর ধন অতি সাধারণ॥
হস্ত পদ আছে তব অতুর তো নয়।
নিত্য কে তোমাকে দিবে কার এত দায়॥

কষ্টেতে আনিব মোরা সুখে তুমি খাবে।
কার বুড়া বাপ তুমি কে তোমাকে দিবে ॥
নগরে বিমুখ হয়ে ঘরে ফিরে আসে।
রিক্ত হস্ত দেখি দারা খর ভাষে ভাষে ॥
শুধু হাতে এলে বড় কোথা গিয়াছিলে।
চাউল ডাউল নাই কিবা করে এলে ॥
অন্য খেতে খুদ নাই গায়ে উড়ে খড়ি।
হায়রে মা বাপ কন্যা দিলি কার বাড়ী ॥
তোর যদি নাহি ছিল জোত্তর এমন।
তবে এ বিবাহ করা কোন্ প্রয়োজন ॥
আরো অনেকের পতি আছে এ ভুবনে।
কত শ্রম করে তারা সুখের কারণে ॥
অন্ধ-নও চক্ষু আছে পাওত দেখিতে।
কে তোমার মত বসে রয়েছে গৃহেতে ॥
বিদ্যা যার আছে সে চাকরি করি খায়।
বিদ্যা যার নাই সে রয়েছে ব্যবসায় ॥
যদি বল ধন ভিন্ন ব্যবসায় নাই।
বল দেখি দালালিতে কত অর্থ চাই ॥
বিদ্যাহীন ধন হীন যেমন যে জন।
দালাল হইয়া করে অর্থ উপার্জ্জন ॥
অতিশয় গঞ্জনায় দরিদ্র ব্রাহ্মণ।
কি করি উপায় তবে ভাবে মনে মন ॥

ভিক্ষার্থি হইয়া ভূপতির কাছে যাব।
শয্যা গুরু গঞ্জনার পরিশোধ পাব॥
ধন হীন বলে মোরে বলিতেছ কত।
আমি যেন শুনিতেছি বধিরের মত॥
ধন ক্ষয়ে যেই প্রিয়ে প্রিয় বাক্যে তোষে।
তারে ভার্য্যা বলে সবে শুন সবিশেষে॥
শুনিয়া রমণী তার কহে মৃদু হেসে।
কোন্ কালে ছিল ধন কোথা গেল ভেসে॥
তরণী করিয়া ধন আনিতে কি ছিলে।
তরিতে হারায়ে ধন ক্ষয় করি এলে॥
যে নারী পতিকে সদা প্রিয় বাক্য কয়।
যে নারী পতিকে কোথা যেতে নিবারয়।
পরম পণ্ডিত যদি হয় তার পতি।
সে বিদ্যায় ফল নাই পরম দুর্গতি॥
দেখ মূর্খ কালিদাস নারী গঞ্জনাতে।
পরম পণ্ডিত হয়ে গেল এ জগতে॥
বড় মন্দা নারী আমি হয়েছি তোমার।
বড়ই স্বামীত্ব নাড়া দিয়াছ এবার॥
রাজদ্বারে ভিক্ষা করে আনিবে সত্বরে।
বুঝি বা আমাকে দিবে রাজরাণী করে॥

অথ মূর্খ যুবার গঞ্জনা ।

শ্লোক । প্রথমে নার্জ্জিতা বিদ্যা দ্বিতীয়ে নার্জ্জিতং ধনং । তৃতীয়ে নার্জ্জিতং পুণ্যং চতুর্থে কিং করিষ্যতি ॥

পয়ার ।

প্রথমেতে বিদ্যা তুমি শিখেছ যেমন ।
দ্বিতীয়েতে সেই রূপ হলো উপার্জ্জন ॥
তৃতীয়ে পুণ্য সঞ্চয় এই রূপ হবে ।
আমার এ দুঃখ দেখি চিরকাল রবে ॥
এখন তোমার যেন শুদ্ধ হস্ত পদ ।
কন্যা পুত্র হলে পরে ভাব কি বিপদ ॥
আপনার প্রাণে নয় উপবাস সবে ।
সন্তান হইলে দিন কিরূপে চলিবে ॥
সে দিন ভাবিয়া মৃত্যু ইচ্ছা হয় মোর ।
কিঞ্চিত হৃদয়ে চিন্তা নাহি হয় তোর ॥
কাট না কাটিয়া যেন পরিব বসন ।
পড়েছি দুঃখীর হস্তে না চাহি ভূষণ ॥
ঘরেতে চন্দ্রের আলো দীপে কায নাই ।
উদরের বিষয়ের ব্যবস্থাত চাই ॥

---

(৫)

অথ মূর্খ দ্বিজের রাজ স্থানে গমন।

শ্লোক। অবিদ্য জীবনং শূন্যং দিকশূন্যশ্চা প্যাবান্ধবা। পুত্রহীনং গৃহং শূন্যং সর্ব্ব শূন্যং দরিদ্রতা ॥

পয়ার।

গৃহিণীর বাক্য শুনি দরিদ্র ব্রাহ্মণ।
সর্ব্বদিক শূন্যময় করে নিরীক্ষণ ॥
কি করি উপায় মনে ভাবিয়া না পায়।
ব্যাকুল হৃদয় তার ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ॥
এমন বান্ধব নাই যাই তার কাছে।
বিদ্যা নাই উপায়ের উপায় কি আছে ॥
উপযুক্ত পুত্র নাই ভার দিব কারে।
এই রূপ কত রূপ ভাবে বারে বারে ॥
শেষেতে করিল স্থির রাজবাটী যাব।
তথায় মাগিলে অর্থ সুপ্রচুর পাব ॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া রাজদ্বারে উপস্থিত।
দ্বারিগণ দরশনে মনে হয় ভীত ॥
শমন সমান যেন শমনের দূত।
দেখিয়া চক্ষের নীরে ভাসে দ্বিজ সুত ॥
দ্বিজসুতে দ্বারিগণ কহে বত ডেকে ॥
কে পাঠায়ে দিল হেথা কি হেতু তোমাকে ॥

উত্তর না পেয়ে তারা স্বভাবে ভাষয়।
গভীর স্বরেতে তবে হিন্দী কথা কয়॥
কেঁউরে গিধড় তোম মাদার খাতির।
আল্‌বৎ কহ হিঁয়া ক্যা আস্তে হাজির॥
নেহিঁ জবাব আবি সমজ মেরা বাত।
এসা ঘুসা মেরে তেরা তোড় দেকে দাঁত॥
চোট্টা আদ্মি হেয় কেয়া গোয়েন্দা আদ্মি হ্যায়।
কৌন আদ্মি হুকুমে আওগে দরজায়॥
শুনিয়া দ্বিজের সুত বুদ্ধি হত হয়ে।
ভিক্ষাকে দূরেতে রাখি যায় পলাইয়ে॥
এমত সময়ে এক বৃদ্ধ দ্বিজবর।
রাজ দরশনে যায় যষ্টি করি ভর॥
তাহাকে দেখিয়া বৃদ্ধ জিজ্ঞাসে কারণ।
এত ত্রস্ত কেন তুমি করিছ গমন॥
শুনিয়া সে আদ্যোপান্ত সকলি কহিল।
সে সব শুনিয়া বৃদ্ধ ঈষৎ হাসিল॥
ভিক্ষার্থি হইয়া যাবে গোচরে রাজার।
দৌবারিক গণে এত ভয় কি তোমার॥
যুবা কহে মহাশয় কিবা তুমি কও।
দেখিলে সে মূর্ত্তি ভঙ্গী আপনি ডরাও॥
কেড়ি মেড়ি কহে কিবা তার মুণ্ড মাথা।
বুঝিতে না পারি আমি সেই সব কথা॥

শেষে কিল মারিতে যে উঠাইল হাত।
শমন সদনে যায় খেলে মুষ্ট্যাঘাত ॥
বৃদ্ধ দ্বিজ কহে মোর সঙ্গে এসো তবে।
ভয় কি তাহারা আর কিছু নাহি কবে ॥
শুনিয়া বৃদ্ধের কথা যুবা সঙ্গে যায়।
পথে যেতে বৃদ্ধে যুবা কহে পুনরায় ॥
অগ্রসর আপনি হইলে ভাল হয়।
দেখি আগে দ্বারীগণ তোমারে কি কয় ॥
পশ্চাতে থাকিয়া আমি বুঝিব যেমন।
শুন ওগো মহাশয় করিব তেমন ॥
বৃদ্ধের পশ্চাতে যুবা যায় হয়ো ভীত।
দ্বারপালে কহে দ্বিজ হৈয়া উপস্থিত ॥
শুন শুন দ্বারিগণ কহগে রাজনে।
তাঁর বড় মার ছেলে তাঁর দরশনে ॥
আসিয়াছি দূরদেশ হইতে আপনি।
দেখিব কেমন রাজ্য করে নৃপমণি ॥
শুনি দ্বারপালগণ উঠিয়া সত্বর।
সকল জানায় গিয়া রাজার গোচর ॥
শুন শুন মহারাজ করি নিবেদন।
দ্বারে উপস্থিত দুই আগন্তু ব্রাহ্মণ ॥
কহিলেন নৃপবরে দেহ সমাচার।
রাজার বড় মা যিনি জননী আমার ॥

দূরদেশ হতে আসে দেখিতে তোমায়।
এবে কহ মহারাজ কিবা আজ্ঞা হয়॥
দ্বারী মুখে সমুদয় শুনিয়া ভূপতি।
আজ্ঞা দিলা দ্বিজ দোঁহে আন শীঘ্রগতি॥
রাজাজ্ঞায় দ্বিজ দোঁহে দ্বারী আনাইলা।
যুবা সঙ্গে লয়ে বৃদ্ধ সভায় আইলা॥
মোহিত হইলা দোঁহে সভার শোভাতে।
সে সভার কথা কিছু হইল কহিতে॥

অথ রাজ সভা বর্ণন।

ত্রিপদী।

চন্দ্রাতপ সভা পরে, চন্দ্রের প্রতাপ হরে,
ভূপতি প্রতাপ তাপ হরে।
যত পাত্র মিত্রগণ, জ্ঞানে তারা বিচক্ষণ,
হেরি বৃহস্পতি শঙ্কা করে॥
নকীব ফুকারে কয়, রাজার গুণ আলয়,
হুজুরে হাজির হয়ো আছে।
রাজকর্ম্মকারী যত, সুবেশে হয়ে ভূষিত,
সভা মধ্যে শোভিত হয়েছে॥
অধ্যাপক অর্থ আশে, রাজার সভায় আসে,
আশীর্ব্বাদ করে মন্ত্র রবে।

আরো কত নরপতি, সখ্যভাবে সে ভূপতি,
রাখিয়াছে আপন গোচরে ॥
তুল্য নিজ সিংহাসনে, বসাইয়া রাজগণে,
আপনি আসীন নরপতি।
বোধ হয় মনে হেন, গগণ মণ্ডলে যেন,
শোভিতেছে শত নিশাপতি ॥
সুশোভা সভা ভিতরে, ভাঁড়েতে মস্করা করে,
মধ্যে মধ্যে হাস্য রব হয়।
ভোজীয় বিদ্যার জোরে, বাজীকরে বাজী করে,
সভা মাঝে আশ্চর্য্য দেখায় ॥
নটী নৃত্য করিতেছে, নানা যন্ত্র বাজিতেছে,
মধ্যে মধ্যে হইতেছে গান।
রমণী মধুর স্বরে, মন বিচলিত করে,
আঁখি পথে যেন হরে প্রাণ ॥
উপর মন্দিরে রাণী, সঙ্গেতে করে সঙ্গিনী,
রাজসভা নিরীক্ষণ করে।
গবাক্ষের দ্বারদেশে, সৌদামিনী সুপ্রকাশে,
উজ্জ্বল করয়ে মেঘোপরে ॥
কিম্বা চলিত মেঘেতে, তারাগণ গগণেতে,
অপ্রকাশ প্রকাশ ক্ষণেকে।
হেরিলে সে রূপ শোভা, বোধ হয় সূর্য্য প্রভা,
সভাসদ সকলে চমকে ॥

পাইয়া চিত্ত আহ্লাদ, দ্বিজ করি আশীর্ব্বাদ,
রাজঅগ্রে সমস্যা পুরিলা।
যত সভাসদ গণ, সবে সচকিত মন,
দ্বিজ পানে চাহিয়া রহিলা॥

অথ বৃদ্ধ দ্বিজের সহ রাজার কথোপকথন।

শ্লোক। বীরাজ রাজপুত্ত্রারে যন্নাম চতুরক্ষরং। পূর্ব্বার্দ্ধং তব শত্রূণাং পরার্দ্ধং তব বেশ্মনি॥

পয়ার।

বীরাজ পক্ষির রাজা গরুড়ে বুঝায়।
তাহার ভূপতি গোবিন্দকে জানা যায়॥
তাঁহার তনয় মীন কেতন মদন।
তাঁহাকে বিনাশ করে এমন যে জন॥
তাঁহার চতুরক্ষরে নাম মৃত্যুঞ্জয়।
পূর্ব্বার্দ্ধ তব শত্রুতে পরার্দ্ধ তোমায়॥
শুনিয়া ভূপতি ভূমে পড়ি প্রণমিলা।
দাদা বলে বৃদ্ধ দ্বিজে রাজা সম্ভাষিলা॥
কহিলা ভূপতি কহ দুজন কেমন।
দ্বিজ কয় হইয়াছে বড় দুই জন॥
রাজা কয় বহুদূর হইতে আইলে।
আর দুই জন তব আছেত কুশলে॥

বৃদ্ধ কয় তারা পূর্ব্বে ছিল দুই জন।
তিন জন হইয়াছে শুনহ রাজন ॥
ভূপতি কহিলা পুনঃ সেই দুই জন।
কিরূপ আছয়ে দাদা কহ বিবরণ ॥
বৃদ্ধ কহে তাহারা অধিক দূরে ছিল।
অত্যন্ত নিকটবর্ত্তি এখন হইল ॥
শুনিয়া ভূপতি কয় এ বৃদ্ধ বয়সে।
লজ্জা না হইল তব আসিতে বিদেশে ॥
শুনি বৃদ্ধ দ্বিজ কয় শুনহ রাজন।
তব সন্নিধানে আসি যাহার কারণ ॥
কবিতা করিয়া পুনঃ দ্বিজবর কয়।
মোহিত হইলা ভূপ কবিতা ছটায় ॥
পাত্র মিত্র সভাসদ রাজাগণ যত।
দ্বিজের পাণ্ডিত্য দেখি হইলা মোহিত ॥

অথ রাজার কবিতা শ্রবণান্তর রাণীর
নিকট গমন।

শ্লোক। লজ্জা মান সুতা মমাঙ্গ বণিতা
ভিক্ষা পরা দৈন্যজা, তাভৈশ্বর্য্য নিগর্ব্বিতা
বলবতী ভিক্ষা প্রগল্ভা ভবৎ। সা লজ্জা

নিহত্বা তয়েতি তনয়া শোকেন মানো মৃতঃ, সাধ্বী চাক্রমতে সভর্তৃ হৃদয়ং নাদ্যাপি বিশ্রাম্যতি ॥

পয়ার।

শুন শুন হে রাজন শুন মন দিয়া।
লজ্জার বিনাশ কথা কহি বিচারিয়া ॥
মান সুতা লজ্জারে অগ্রেতে বিয়া করি।
অপরে বিবাহ করি দৈন্যের কুমারী ॥
দৈন্যের দীনত্ব সীমা দিতে নাহি পারি।
দৈন্যের প্রভাব দেখে দৈন্যের কুমারী ॥
ভিক্ষা যে প্রবলা অতি হইল অপরে।
সতিনীর দর্প হেরে মান সুতা মরে ॥
তনয়ার শোকে মান হইলেন হত।
আমার দুঃখের কথা কহিব বা কত ॥
সময়ের পত্নী লজ্জা আছিল ভরম।
ভিক্ষা বণিতার নাহি কিঞ্চিত সরম ॥
যেখানে সেখানে যাই সঙ্গে সঙ্গে যায়।
বল দেখি হে রাজন করি কি উপায় ॥
কোথায় বা রাখি এরে বিলাই বা কারে।
ভাবিয়া এলেম আমি আপনার দ্বারে ॥
একে এই বৃদ্ধদশা এ বণিতা লয়ে।
কিহবে উপায় কিছু না পাই ভাবিয়ে ॥

শুনি চমকিত হয় সভাসদগণ।
অত্যন্ত সন্তুষ্ট তবে হইলা রাজন॥
উপর মন্দিরে রাণী সকল শুনিলা।
দ্বিজরাজ কি কহিল বুঝিতে নারিলা॥
সভা ভাঙ্গি ভূপতি অন্দরে আসি কয়।
কোথা আজ কি করহ বুঝিব তোমায়॥
পাচিকা হইয়া অদ্য রান্ধিতে হইবে।
আসিয়াছে দাদা মোর ভোজন করিবে॥
কোন মতে ত্রুটি যেন নাহি হয় তাঁর।
শুনি রাণী কহে কহ একি চমৎকার॥
রসুই ঘরের ধুঁয়া গাত্রে লাগে পাছে।
এই আশঙ্কায় না যাইতে দেও নীচে॥
রন্ধন করিব অদ্য রন্ধনি হইয়া।
ভাসুর এসেছে মোর খাইবে বলিয়া॥
কোথাকার ভাসুর খুজিয়া নাহি পাই।
শ্বশুরের আর অন্য নিয়া ছিল নাই॥
শাশুড়ীর আর পুত্র কোথা তোমা বই।
মাশাস পিশাস মামিশাশ কেহ নাই॥
বড়ই হয়েছে ইচ্ছা তদন্ত জানিতে।
বুঝাইয়ে দেহ রাজা না পারি বুঝিতে॥
কোন দুই জনে হইয়াছে তিন জন।
দূর হতে নিকটেতে এলো দুই জন॥

কোন দুই জন এবে হইয়াছে বড় ।
একান্ত শুনিব মনে করিয়াছি দৃঢ় ॥
শুনিয়া ভূপাল কহে কহি শুন রাণী ।
বড়ই পণ্ডিত হয় ওই দ্বিজমণি ॥
বড় মাতা শব্দ দেখ অলক্ষ্মী বুঝায় ।
যে জন দরিদ্র যেন তাঁহার তনয় ॥
মাতা শব্দে রাজলক্ষ্মী জানিহ নিশ্চয় ।
যতেক ভূপতি যেন তাঁহার তনয় ॥
সেইত সম্পর্কে দাদা হইল আমার ।
ইহার কারণ হৈল ভাশুর তোমার ॥
দুই জনে তিন জন কারণ তাহার ।
দুই পদ যষ্টি সহ হয়েছে নির্ভর ॥
দূর হতে নিকটেতে এলো দুই জন ।
পূর্ব্বে সবে দূরদৃষ্টে চিনিত ব্রাহ্মণ ॥
নিকট না হলে আর চিনিতে না পারে ।
এই সে তদন্ত প্রিয়ে কহিনু তোমারে ॥
বধির হয়েছে বৃদ্ধ অবস্থা বলিয়া ।
ছোট কথা শুনিতে না পায় আর প্রিয়া ।
বড় বড় কথা ভিন্ন শুনিতে না পায় ।
ছোট ছিল বড় হৈল ইহাতে বুঝায় ॥
শুনিয়া সহাস্য মুখে কহিলেন রাণী ।
তবে যাই রান্ধি গিয়া ওহে নৃপমণি ॥

তার পর সভাশুদ্ধ দ্বিজে সঙ্গে করে।
ভোজন করিতে নৃপ আইলা অন্দরে ॥
খাইতে খাইতে নৃপ দ্বিজ প্রতি কয়।
কেমন রন্ধন হইয়াছে মহাশয় ॥
দ্বিজ কয় এ রন্ধন মনুষ্য না খেলে।
খাইত যদ্যপি ইহা গরু কি ছাগলে ॥
তা হলে উত্তম ছিল শুনহ রাজন।
শুনিয়া প্রশংসা দ্বিজে সভাসদ গণ ॥
পরে দুগ্ধ খাইবার সময়ে রাজন।
কহিলেন কহ দুগ্ধ খাইলে কেমন ॥
দ্বিজ কহে এই দুগ্ধ উষ্ট্রে যদি খেত।
তবে এর আস্বাদন জানিতে পারিত ॥
শুনিয়া যথার্থ বলে সভাসদ যত।
মূর্খ যুবা চেয়ে থাকে বধিরের মত ॥
অন্তরীক্ষে থাকি রাণী এই কথা শুনে।
মানিনী হইয়া আছে ক্রোধের আগুনে ॥
আহারান্তে বিশ্রাম করিতে চলে রায়।
সভাসদগণে সব চলিল্ল সভায় ॥
হেথায় মানিনী মানে মগণা হইয়া।
খট্টার উপরে সুখে রয়েছে শুইয়া ॥

অথ মহারাজ রাণীর মানভঞ্জনান্তর দ্বিজ
দ্বয়কে যথা যোগ্য সন্তুষ্ট করেন ॥

লঘুত্রিপদী।

রাণীকে বিরূপ, দেখি ভাবে ভূপ,
একি রূপ এইক্ষণে।
কেন কেন প্রিয়ে, আছ মৌনা হয়ে,
ফাটে হিয়া দরশনে ॥
কিসে হই দোষী, কহলো রূপসি,
প্রিয়সিলো এ কেমন।
অকারণ মান, কেন হলো প্রাণ,
না পাই ভেবে কারণ ॥
কিসে হলো ত্রুটি, কি করেছি ঘাটি,
কহ শীঘ্র সুবদনি।
গেল মম প্রাণ, রাখ প্রাণে প্রাণ,
ঘুড়াক তাপিত প্রাণী ॥
ও চন্দ্র বদনে, মান রূপ ঘনে,
হেরিয়া দেখি আঁধার।
উঠ উঠ প্রিয়ে, সুধা বিতরিয়ে,
প্রাণ রাখ প্রাণামার ॥
আর এক দণ্ড, যদি কর দণ্ড,
প্রাণদণ্ড হবে তায়।

মান অসি ছলে, আমারে বধিলে,
হইবে কি সুখোদয় ॥
হগ হগ মেনে, এত মান কেনে,
বল কি কারণে হলো।
দিলে প্রাণে ব্যথা, না কহিলে কথা,
তব ভর্ত্তা মলো মলো ॥
হে স্বামি ঘাতিনি, কহ কটু বাণী,
মিষ্ট বাক্য না কহিয়া।
তাহাতে সকল, হইব শীতল,
জুড়াবে তাপিত হিয়া ॥
যত নৃপচয়, আজ্ঞাকারী হয়,
সবে কর দেয় মোরে।
কহনেতে লাজ, আমি মহারাজ,
হয়ে কর দিই তোরে ॥
তবু কি লো তোর, মানের অন্তর,
হবেনা অন্তর হতে।
ভাঙ্গিতে এ মান, কণ্ঠাগত প্রাণ,
হবে সাধিতে সাধিতে ॥
হইতে শীতল, হৃদয় অনল,
সযতনে ধরি তাই।
অগুণে আগুন, বাড়িল দ্বিগুণ,
বিষে বিষ ক্ষয় নাই ॥

ঘৃতেতে আগুনে, থাকি একস্থানে,
কেন না গলনে গেল।
দেখিয়া এ মান, দূরে গেল জ্ঞান,
ব্যর্থ সব শাস্ত্র হলো॥
শুনি কয় রাণী, ও কথা কি শুনি,
জ্বালায় জ্বলিছে প্রাণ।
তব কথা শুনে, সিজিয়া আগুনে,
রান্ধিয়া কি অপমান॥
রান্ধি সযতনে, সুখ্যাতি কারণে,
সুস্বাদে মনুষ্য খাবে।
ছাগলে গরুতে, পাইলে খাইতে,
রান্ধা ভাল হত তবে।
আরো নৃপমণি, ক্ষীর হেন মানী,
এমন যে দুগ্ধ খেলে।
উটে যদি খেত, তবে ভাল হত,
তুমিত কর্ণে শুনিলে॥
শুনি দাড়ি ধরে, কহে নৃপ বরে,
এর জন্য এত মান।
নাহি বুঝে ভাব, স্বভাবে অভাব,
করিয়া সাধালে প্রাণ॥
শুনিয়া ললনা, করিয়া ছলনা,
কহে কে সাধিতে সাধে।

যাও চলে তথা' মন বাঁধা যথা'
কিবা লাভ বৃথা সেধে ॥
শুনি নৃপ কয়' সাধিতে আমায়'
সাধনি কেমন করে ।
তব অভিমান' সেধে সেধে প্রাণ'
সাধিয়া সাধালে মোরে ॥
এবে শুন কই' ব্রাহ্মণ যে ওই'
সুখ্যাতি করেছে যেন ।
গরু কি ছাগলে' যদি কিছু খেলে'
জায়ালে কাটায় পুনঃ ॥
রাখিয়াছে ভাল' কাটিয়া জায়াল'
পুনঃ খেতে বাঞ্ছা করি ।
গরুতে ছাগলে' উপমার ছলে'
তাই কহিল সুন্দরী ॥
ভুঙ্ক উটে খায়' ভাবেতে বুঝায়'
উষ্ট্রের সংঅশ্রু গলা ।
কিছুই বুঝনা' কিবলি ললনা'
মান কর বড় জ্বালা ॥
তুষিয়া রমণী' পরে নৃপমণি'
সভাতে হয়ে উদয় ।
ভাণ্ডারীকে কয়' সন্তোষ হৃদয়'
বৃদ্ধেরে করে বিদায় ॥

যুবাকে কহিল' তুমি কিবা বল'
যুবা বলে মহারাজ।
কহিতে সে কথা' মনে পাই ব্যথা'
কি কব কহিতে লাজ॥
এক পরিবার' অন্য নাহি আর'
তাহাকে পুষিতে নারি।
ভিক্ষা করি আশ' পেয়ে উপহাস'
রুক্ষহস্তে ঘরে ফিরি॥
হেতায় রমণী' কহে কটু বাণী'
উদর জ্বালায় জ্বলে।
যদিও দিনান্তে' ভিক্ষা মিলে ভ্রান্তে'
তাই খাই দোঁহে মিলে॥
যদি দেও ধন' তবে হে রাজন'
বিদ্যাধন দেহ মোরে।
মূর্খের যে ধন' অতি অল্পক্ষণ'
বিদ্যাধনে ধনি করে॥
শুনি নরপতি' হয়ে হৃষ্টমতি'
শিক্ষকে সপিলা তায়।
বিদ্যার কারণে' দ্বিজের নন্দনে'
পাঠাইলা বিদ্যালয়॥

অথ দ্বিজপত্নীর খেদ।

লঘু ত্রিপদী।

দ্বিজবর হেথা' শুন কহি সেথা'
দ্বিজের রমণী মরে।
এক দুই দিন' ক্রমে তিন দিন'
রহে আশে অনাহারে॥
হইয়া নিরাশ' গণিয়া আকাশ'
হুতাসে নিশ্বাস ফেলে।
চতুর্দ্দিকে চায়' দাবাদগ্ধ প্রায়'
ভাসে বক্ষঃ চক্ষুজলে॥
কি হইল হায়' যাইব কোথায়'
কে দিবে উদ্দেশ এনে।
যাব কার কাছে' কেবা আর আছে'
সে বিনা এ ত্রিভুবনে॥
আহা অনাহারে' যদি যাই মরে'
ভিক্ষা করে কে বাঁচাবে।
পাইয়া যন্ত্রণা' করিয়া গঞ্জনা'
আর বা বুড়াব কবে॥
ও মা শুভঙ্করি' হে হরসুন্দরি;
শীঘ্র শুভ কর দান।
ডাকি মা কাতরে' রক্ষা কর মোরে'
বিপদে কর মা ত্রাণ॥

কোথা গেল স্বামী, কি করিব আমি,
কি হবে উপায় মোর।
হে মা সুবচনি, রক্ষ গো জননী,
বিপদ হয়েছে ঘোর॥

ত্রিপদী

হে দুর্গে দুর্গতি হরা, দুঃখ হতে তার ত্বরা,
সম্বাদ আনিয়া দেমা তার।
পতি বিনা গতি নাই, শুন ওগো দয়ামই,
বিনা পতি সব নিরাকার॥
পিতা মাতা আদি করে, যত আছে এ সংসারে,
কেহ নহে পতির সমান।
পতি সত্বে পুত্র লয়, পুনঃ পুত্রবতী হয়,
পতি তুল্য না হয় সন্তান॥
পিতা পুত্র বর্ত্তমানে, যদি হয় পতিহীনে'
বৈধব্য যন্ত্রণাকে ঘুচায়।
একাদশী অনাহার' অর্দ্ধ অপনে আহার'
হাহাকার উদর জ্বালায়॥
পতি করে পুণ্য কর্ম্ম' রমণী অর্দ্ধেক ধর্ম্ম'
ভাগী তার অনায়াসে হয়।
নারী যদি পাপী হয়' পাপার্দ্ধেক পতি লয়'
পতি পাপ তরণী তরায়॥

এত বলি আতর গোলাপ আদি আনে।
নানা অলঙ্কার সহ উত্তম বসনে ॥
খাদ্য দ্রব্য নানা মত আনিয়া তথায়।
উঠ উঠ বলি তারে তুলিবারে যায় ॥
দেখে রামা হতজ্ঞানা হয়ে ভাবে উমা।
ভগবতী এ দুর্গতি কিসে পাই সীমা ॥
এখন পড়িয়া থাকা উচিত না হয়।
এবে দেখি পরকাল কিসে রক্ষা পায় ॥
অন্তরের ভাব ধনী রাখিয়া অন্তরে।
কহিতে লাগিল অতি সুমধুর স্বরে ॥
ভাগ্যেতে তোমরা ছিলে রক্ষা তাই এবে।
কি গতি হইবে পরে মরেছিনু ভেবে ॥
ক্ষণেক বিলম্ব কর স্নান করে আসি।
একথা শুনিয়া সবে হইলেন খুসী ॥
তবে জলাশয়ে রামা চলিল ত্বরিতে।
মনোমধ্যে পতি রূপ ভাবিতে ভাবিতে ॥
কিনারায় স্থিত বাপী নিকটে যাইয়া।
ঝাঁপ দিব ভাবি মনে ভাবয়ে অভয়া ॥
অকূলে কুলদা কালী কুলকুণ্ডলিনী।
অপমৃত্যু হরা তারা নৃমুণ্ড মালিনী ॥
মরি মরি মহেশ্বরী তাহে নাই খেদ।
দেখ দাক্ষায়ণী পদে না হয় বিচ্ছেদ ॥

জীবনান্তে প্রাণকান্ত যদি বেঁচে থাকে।
রক্ষ রক্ষ রুদ্র দারা দক্ষসুতা তাঁকে ॥
আহা দুঃখে পড়ি কত দিয়েছি গঞ্জনা।
এবে মরি তার জন্য সে ত জানিলনা ॥
এখন বারেক যদি তাঁর দেখা পাই।
এ জন্মের মত সেই মুখ দেখে যাই ॥

অথ দ্বিজপত্নীর মরণ উদ্যোগ এবং প্রতিবাসির
শ্রীমুখাৎ পতির সংবাদ প্রাপ্তি।

একাবলী।

পতির চরণ স্মরণ করে।
মরিব বলিয়া প্রবেশে নীরে ॥
এমত কালে কোন প্রতিবাসী।
কহিছে তাহাকে সাদরে আসি ॥
শীঘ্র স্নান করে ঘরেতে এস।
উদ্দেশ করেছে তব প্রাণেশ ॥
অনেক সামগ্রী সহিত টাকা।
পাঠায়েছে হবে নবাট্টালিকা ॥
শুনিয়া কহিছে দরিদ্র নারী।
আর রঙ্গ ব্যঙ্গ সহিতে নারি ॥
জীবনেতে এসে ত্যজি জীবন।
কেন আমাকে কর জ্বালাতন ॥

নব অট্টালিকা বাসনা নাই।
পতি ভেবে পরকাল এড়াই ॥
স্বামীর স্মরণে যদিও মরি।
প্রাণান্তে পাইব অমর পুরী ॥
শাস্ত্রে কহে সাধ্বে যমে ডরায়।
পরপতি আশে নরকে যায় ॥
সাধ্বী সতী পতি মরে কোথায়।
ব্যিচারিণী নারী বিধবা হয় ॥
যে নারী না জানে ইহার অন্ত।
সেই আশা করে পরের কান্ত ॥
একান্ত আমারে নাহি সে ভ্রান্ত।
প্রাণান্ত হইব ভাবিয়া কান্ত ॥
প্রতিবাসী তবে কহিছে শুনি।
সুখোদয় তব মরণে ধনী ॥
ধনী কহে সুখ মুখেতে ছাই।
পতি ভেবে মরে জ্বালা জুড়াই ॥
প্রতিবাসী কহে শপথ করে।
সত্য কহি এসে দেখহ ঘরে ॥
কোন নৃপে দয়া করিলা তায়।
সে না আসে ভূপ দূত পাঠায় ॥
বিদ্যা শিক্ষা জন্য পতি তোমার।
দিন কত তথা থাকিবে আর ॥

শুনি মনে কিছু বিশ্বাস করে।
জলত্যজি উঠি চলিল ঘরে॥

অথ দ্বিজপত্নী সহিত রাজ প্রেরিতগণের
কথা।

পয়ার।

দরিদ্রা ব্রাহ্মণী দেখে ঘরেতে যাইয়া।
কতিপয় লোক আছে প্রাঙ্গণে বসিয়া॥
পূর্ব্বের তাহারা নয় নিশ্চয় দেখিল।
অভয়ার কৃপা মনে ভাবিতে লাগিল॥
তন্ত্র মায়া তোমা ভিন্ন তন্ত্র কেবা জানে।
মন্ত্রের চৈতন্য দাত্রী তুমিগো নিদানে॥
তব ভাবে ভবের ভাবের পরাভব।
কে বুঝিতে পারে গো ভবানি ভাব তব॥
কারে কোন্ রূপে কবে করিবে নিস্তার।
মহামায়া তব মায়া বুঝে সাধ্য কার॥
এইরূপ দণ্ড হতে দেবগণে তার।
এরূপে রাবণ হতে রামে রক্ষা কর॥
বিষপানে কাতর যখন বিশ্বম্ভর।
এইরূপে বিশ্বেশ্বরি তাঁরে রক্ষা কর॥

পরে দ্বিজ দারা কয় সজল নয়নে ।
কে তোমরা আসিয়াছ আমার ভবনে ॥
তোমরা কি জান মম পতি সমাচার ।
সত্য কহ কোথায় আছেন কিপ্রকার ॥
শুনি রাজ দূতগণ লাগিল কহিতে ।
তব পতি রহিয়াছে ভূপতি কাছেতে ॥
তৈলঙ্গের মহীপতি দয়ার নিধান ।
তাঁর কাছে তব পতি ভিক্ষা আসে যান ॥
এসেছিল বড় এক পণ্ডিত প্রধান ।
দেখিয়া তোমার পতি হইতে বিদ্বান ॥
বিদ্যা ধন আশা করি রাজাকে জানায় ।
রাজাজ্ঞায় এখন রহিল বিদ্যালয় ॥
পণ্ডিত হইয়া তিনি কিছু দিন পরে ।
ভেবনাকো ঠাকুরাণি আসিবেন ঘরে ॥
এখন স্বচ্ছন্দে থাক অন্য চিন্তা ত্যজে ।
বহু ধন পাঠাইয়া দিল মহারাজে ॥
সুরম্য ভবন রচি থাক তুমি সুখে ।
তব শঙ্কা নাহি আর কদাপিও দুখে ॥
তোমার রক্ষার্থে মোরা সকলে থাকিব ।
দ্বিজবর বাসে এলে আমরা যাইব ।
শুনিয়া সন্তুষ্টা অতি দ্বিজের রমণী ।
মনোহর অট্টালিকা হইল তখনি ॥

দুঃখের ব্যাপার যত সব ভুলে গেল।
পতি অদর্শন দুঃখ কিবল রহিল ॥
ক্রমেতে ফাল্গুন মাস হইল প্রকাশ।
বিরহিনীগণ যাহে গণয়ে হুতাশ ॥

অথ বসন্ত বর্ণন।

ত্রিপদী।

চাহিয়া দেখ নয়ন, বসন্ত ঋতু এমন,
অবতীর্ণ অবনী মণ্ডলে।
একালের প্রাদুর্ভাবে, হেরি অপরূপ ভাবে,
মুঞ্জরিছে শুষ্ক তরুকুলে ॥
পাইল নীরস রস, অবশে করিল বশ,
তাবত প্রকৃতি হৈল শান্ত।
রাগোন্মত্ত যোদ্ধা যারা, স্বাধীনতা প্রেম ভরা,
সমর উদ্যমে এবে ক্ষান্ত ॥
ভীষণ সমর অস্ত্রে, ভয়ঙ্কর রণ শস্ত্রে,
আর শ্যাক স্নেহের অভাব।
রসে মগ্ন অনুক্ষণ, নাচিয়ে উঠিছে মন,
আর কোথা রবে বীর ভাব ॥
সমস্ত মানব গণ, পুলকে পূরিত হন,
ভাসে মন আনন্দ প্রবাহে।

তান মান দৃষ্টি করি, সর্ব্বাঙ্গ উঠে শিহরি,
সুখীনেত্র যেই দিকে চাহে ॥
অনুপ বসন্ত গুণে, কিবা দেখি দুনয়নে,
মরু ভূমি হৈল ফলবতী।
কুৎসিত কণ্টক তরু, প্রকাশিছে পুষ্প চারু,
রসে শুষ্ক ভূমি রসবতী ॥
এ দিকে ফুটিছে ফুল, ছুটিছে ভ্রমর কুল,
গুঞ্জরিছে ভাঙ্গিতে ভাণ্ডার।
মন্দ মন্দ গন্ধ বহে, আনন্দিত হয়ে সহে,
চুম্বে পুষ্প গন্ধ অনিবার ॥
জবা জাতি কৃষ্ণকেলী, সেউতি পিউলি বেলি,
বাঞ্ছনীয়া মালতী ধুতুরা।
অতশি অপরাজিতা, সুর্য্যমুখী সুশোভিতা,
পূর্ণভাবে মধুতার ভরা ॥
সুচারু শশির শোভা, মনোহর মনোলোভা,
সুধাতুল্য শিশির বর্ষণ।
বৃক্ষ পত্র হতে গলে, টোসে পড়ে ভূমিতলে,
হয় যেন সুধা বিতরণ ॥
পিক কুল কুহু করে, কপোত বকম স্বরে,
করিতেছে আনন্দ প্রকাশ।
পশু পক্ষী জলচরে, ভ্রমিছে আনন্দ ভরে,
চারিদিকে আনন্দ বিকাশ ॥

পৃথিবী আনন্দ ময়ী, শূন্যপথ সুধা জয়ী,
কানন কন্দরে সুশোভিত।
হেন সুখময় কালে, আনন্দে ভাসে সকলে,
ব্রাহ্মণীর তাহে বিপরীত॥
নাহিক সন্তোষ সুখ, সতত ভুঞ্জিয়া দুখ,
জর জর হলো কলেবর।
অসাড় হইল অঙ্গ, কম্পে যখন অনঙ্গ,
প্রহারয়ে খরসান শর॥
না আহার দিবাভাগে, নিদ্রা নাহি রাত্রিযোগে,
বোধ হয় লয় পায় প্রাণ।
কিবা ভূমি কিবা জল, কিবা শয্যা মহীতল,
তার পক্ষে সকলি সমান॥
ক্ষণে উঠে ক্ষণে বসে, ক্ষণে চক্ষু নারে নাসে,
ক্ষণে ক্ষণে দেখিছে প্রলাপ।
ক্ষণে চন্দ্রে বলে ডাকি, ক্ষণে মূর্চ্ছাগতা থাকি,
ক্ষণে ক্ষণে করিয়া বিলাপ॥
ক্ষণে পড়িয়া ধরায়, ক্ষণে শয়ন শয্যায়,
শুয়ে বসে সুখ নাহি আর।
কেন এত নিদারুণ, কেন এত খল মনঃ,
খল মন হে চাঁদ তোমার।
নির্জ্জন বিরহ বনে, ফিরিছে তাপিত মনে,
আমি একাকিনী বিরহিণী।

নিতান্ত মনের দুখে, মারি করাঘাত বুকে,
হাহাকার দিবস রজনী ॥
পতি ছিল অনুগত, সর্ব্বদা পতি সহিত,
থাকিতাম আহার নিদ্রায়।
বটে জনম দুঃখিনী, কিন্তু কখন জানিনি,
বিরহ যে এত বড় দায় ॥

অথ বিরহ বর্ণন।

পয়ার।

যে সময় সুদক্ষিণা বহে নিরন্তর।
জ্বলিয়া বিরহানল দহে কলেবর ॥
যখন সুসহচরী বসন্ত কামিনী।
স্বভাবেরে সাজাইতে আসেন আপনি ॥
মলিন বসন তার ছাড়ায়ে লইয়া।
সবুজ বসনে তারে দিল সাজাইয়া ॥
শীতকালে তরু সব হইয়া মলিন।
যে কালে শ্যামপল্লবে হইল নবীন ॥
যখন কন্দর্প দর্প হয় অনিবার।
উন্মাদ করিয়া মনে ভাঙ্গে জ্ঞানদ্বার ॥
যখন ভ্রমর সব মত্ত মধুপানে।
গুণ গুণ স্বরে মত্ত ঋতু গুণ গানে ॥

এমন সময়ে হলো মন উচ্চাটন।
পতি বিরহিণী আমি কিকরি এখন।
একে এ যৌবন তাহে মন বিরহির।
উথলিল মনে মোর প্রেম সিন্ধুনীর।
তাহে বসন্তের পূর্ণ প্রাদুর্ভাব আর।
তাহে মদনের বাণ দারুণ প্রহার।
হৃদয়ে অনল জ্বলে প্রচণ্ড তপন।
চক্ষে নীর ঝরে যেন প্রাবিট বর্ষণ।
তবু তাহে সে অনল না হয় নির্ব্বাণ।
সুস্থির হইতে তাই প্রবেশি কানন॥
দেখিলাম কি অদ্ভুত যাই বলি হারি।
প্রেমাশ্রু বারিত্ত চক্ষে কানন নেহারি॥
ভাবিলাম স্থির হব একে হলো আর।
মধুভাণ্ডে বিষ ছিল এবে বাঁচা ভার॥
আহা মরি সে কানন অতি মনোহর।
দেখিলে দেখিতে ইচ্ছা হয় নিরন্তর।
কিন্তু তাহা বিরহিব নাশের কারণ।
না ধরিয়া তবু মরি হয়ে উচ্চাটন॥
নৃপবনে তরু দল দলিত তরঙ্গে।
সুশোভিত তাহে পুনঃ বিনোদ বিহঙ্গে॥
নানা রাগে গান করে বিহঙ্গম চয়।
অনুক্ষণ হেরি চারিদিক পুষ্পময়।

ফুটিয়াছে পুষ্পদল যেন হাসিতেছে।
*মোহিত পবন তার সুগন্ধ বহিছে॥
ভ্রমর ভ্রমিছে ধরি রসিকের বেশ।
লুটে পুটে মধু খায় চৌর্য্যবৃত্তি শেষ॥
হায় হায় বসন্তে বিরহ একি দায়।
সুখ হতে দুঃখে মোর ছিল সুখোদয়॥
মদন সহায় ছিল পতি অনুগ্রহে।
এখন যাতনা দেয় প্রাণে নাহি সহে॥
বিশেষে বিপক্ষ কাম অত্যন্ত দুর্জ্জয়।
যার কাছে পরাজয় হন মৃত্যুঞ্জয়॥
পতি বিনা এরে কিসে করি পরাজয়।
কিসে পতি আসে বাসে কিকরি উপায়।
এইরূপ সাত পাঁচ ভাবে মনে মনে।
ইতিমধ্যে পতি তার আইল ভবনে॥
পরমপণ্ডিত হয়ে মহা ধন লয়ে।
মহা মহোৎসবে তবে আইল আলয়ে॥
পতি পেয়ে সতী সুবচনী পূজা দেয়।
ধর্ম্ম যেবা রাখে ধর্ম্মে রক্ষা করে তায়।

———

অথ ধর্ম্ম মাহাত্ম্য।

ত্রিপদী।

সুরেন্দ্রের অগ্রগণ্য, ধর্ম্মই ধরণী ধন্য,
শঙ্কটেতে তরিবার মূল।
প্রাণপনে যেই জন, রাখে এ অমূল্য ধন,
কুল পায় সে হলে অকুল॥
এই যে ধর্ম্ম নিধিরে, হারালে না পায় ফিরে,
ক্ষণ স্থায়ী জলবিন্দু প্রায়।
রাখিতে পারয়ে যেই, পুরুষ প্রধান সেই,
নিষ্কলঙ্কে মুক্ত হয়ে যায়॥
যত কর পুণ্য কর্ম্ম, বৃদ্ধি হয় তত ধর্ম্ম,
কুকর্ম্ম করিলে ক্ষয় পায়।
তথাপি অজ্ঞান প্রায়, ধর্ম্ম পথে নাহি চায়,
মূঢ় লোক কি কহিব হায়॥
অক্ষয় এ নিত্য ধনে, যেই জন প্রাণপনে,
উপার্জ্জন করে অনিবার।
ঘোর ভব পারাবার, ধর্ম্ম বলে হয় পার,
কোন ক্লেশ না থাকে তাহার॥
করাল কৃতান্ত এসে, যে সময় ধরে কেশে,
ধর্ম্ম যদি থাকে সে সময়ে।
সেই বলে সে সত্বরে, নিজ কেশ মুক্ত করে,
ভয়ার্ত্ত না হয় তার ভয়ে॥

পুরাণে প্রবীণ জনে, লিখেছেন সযতনে,
যথা ধর্ম্ম তথা জয় হয়।
এ বাক্য যথার্থ বটে, পূর্ব্বাপর এই ঘটে,
সর্ব্ব স্থানে সর্ব্ব লোকে কয়॥
হইয়াও মহাবীর, দেখ রাজা যুধিষ্ঠির,
ভাতৃ সহ ভ্রমিয়া কাননে।
চতুর্দ্দশ বর্ষান্তরে, অজ্ঞাত বৎসর পরে,
রহিলেন বিরাট ভবনে॥
এপ্রকারে মহা ক্লেশে, দীন হীন ক্ষীণ বেশে,
কতমতে ধর্ম্মের নন্দন।
লোভ ক্ষোভ পরি হরি, নানা ক্লেশ সহ্য করি,
ত্যাগ না করিলা ধর্ম্ম ধন।
তাই যত কুরু দল, ভীষ্ম আদি মহাবল,
রণস্থলে হয়ে সবে ক্ষীণ।
অর্জ্জুনের শরজালে, পড়িলেন এক কালে,
জালেতে জড়ায়ে যেন মীন॥
দুষ্টমতি কুরু বীর, ঋতুমতী দ্রৌপদীর,
কেশে ধরি সভার ভিতরে।
আনায়ে উলঙ্গ করি, বসাইতে উরূপরি,
ভ্রাতা দুঃশাসনে আজ্ঞা করে॥
সেই মহা পাপ হেতু, ভাঙ্গিয়া ধর্ম্মের সেতু,
সবংশে মরিল দুর্য্যোধন।

কোথায় রহিল তার, প্রাণ সম পরিবার,
কোথা কর্ণ আদি মন্ত্রিগণ ॥
উত্তম নাবিক হলে, গভীর সমুদ্র জলে,
যেমন তরণী সুখে চলে।
এই ভব সিন্ধুপরি, স্বচ্ছন্দে তনুর তরি,
নির্ভয়েতে চলে ধর্ম্ম বলে ॥
হেন উপকারী ধর্ম্ম, না বুঝিয়া তার মর্ম্ম,
দুরাশয় মানব সকল।
অবিরত দিন দিন, হইতেছে ধর্ম্ম হীন,
না ভাবিয়ে কর্ম্ম ফলাফল ॥
অতএব ধর্ম্ম ধরি, চিত্তে বিবেচনা করি,
মনে বুঝে দেখ সর্ব্ব জন।
দুল্লভ মনুষ্য হয়ে, শিরে বিষ্ঠা ভার লয়ে,
পথে পথে ভ্রমে কি কারণ ॥
বলই বা কেন মুচি, অস্পৃষ্য বিষমা শুচি,
হইয়াছে পৃথিবী ভিতরে।
দেখ এ দরিদ্রগণ, দ্বারে দ্বারে পর্য্যটন,
করে কেন মুষ্টি ভিক্ষা তরে ॥
এইরূপ কত নর, আসে যায় নিরন্তর,
বার বার জন্মিয়া ধরায়।
নাহি মাত্র সুখ লেশ, ভুঞ্জে নানা মত ক্লেশ,
বক্ষো ভাসে নয়ন ধারায় ॥

কিন্তু দেখ কতজন, পাইতেছে নানা ধন,

জনমহইয়া ভূমণ্ডলে।

পাইতেছে বহু সুখ, কিছুমাত্র নাহি দুখ,

শুদ্ধ মাত্র ধর্ম্ম কর্ম্ম ফলে।

সম্পূর্ণ।